নাটক।

শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গুপ্তযন্ত্র, ২৪, মির্জ্জাফর্শ লেন।

সন ১২৭৭ সাল।

শ্রাবণ।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশকের ভূমিকা।

আমাদিগের পুরাণে যে কএকটী বর্ণন আছে তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজ কালকার যাত্রাওলারা এটীকে এমত অসংলগ্ন ও বিশ্লিষ্ট করিয়া অভিনয় করে, যে সকলেরই এমত বোধ আছে যে কৃষ্ণলীলা অভিনয় সুশ্রাব্য হয় না কিন্তু সেটা একটী বিষম কুসংস্কার। যে দ্রব্য যেমত লোকের হাতে পড়ে তাহার তদ্রূপই গতি হয়, সীতাদেবী যখন হনুমানকে মুক্তামালা প্রসাদ স্বরূপ দান করেন তখন হনুমান স্বস্বভাব সদৃশ মালার গতি করিয়াছিল। আমাদের দেশস্থ শৈলূষগণ বিদ্যা বিহীন, কোন স্থানে কিরূপ ভাব ভঙ্গি করিলে সুদৃশ্য বা কোন স্থানে কিরূপ স্বরে বলিলে সুশ্রাব্য হয়, তাহা একেবারেই জানে না, কাযেই যতই পরিশ্রম করুক না কেন অভিনয়কে মনোরম করিতে পারে না। আজ কাল সকলেই উন্নতি পথের অভিমুখ। পূর্ব্বের মত পছন্দ আর নাই,—সভ্যগণ এখন আর যাত্রা শুনিয়া তৃপ্ত হন না নানা স্থানে নানা নাটকের অভিনয় হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কোন স্থানেই যথার্থ অভিনয় উদ্দেশ্য সাধন হয় না। অধিকাংশ অভিনয় সভাই, হাসি তামাস মাতলামি করিয়া সভ্যাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সারাংশেরদিকে নজর অতি অল্প থাকে। অভিনয় করিতে

গেলে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনোরঞ্জন করিতে হয় সুতরাং সর্ব্ব প্রকার রসেরই অভিনয় করা উচিত। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" সকলের পছন্দ সমান নহে কেহ শান্তিরস ভাল বাসেন হাস্যরসকে ভালবাসেন না, কেহ বা শৃঙ্গার রসকে ভালবাসেন, করুণরস ভাল বাসেন না। এইরূপ সকলেই। আমরা সেই অভাব দূরীকরণার্থে এই প্রভাস মিলনখানি সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিলাম, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে আমরা এই একটী আশার বশবর্ত্তী হইয়া এ বিষয়ে সাহসী হইয়াছি যে কৃষ্ণলীলার মধ্যে প্রভাসখণ্ডটীতেই সমস্ত রসের অধিষ্ঠান আছে, উত্তমরূপে লিখিতে ও অভিনয় করিতে পারিলে সভাবৃন্দের মনোরম হইতে পারে। এখন সাধারণের উপর নির্ভর। পুস্তকখানি যেরূপ লিখিত হইয়াছিল, অবিকল তাহাই প্রকাশিত হইল এক স্থানও পরিবর্ত্তিত করা যায় নাই, এমন কি, মুদ্রাঙ্কণকারী দিগকেও কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া যায় নাই যদি সাধারণের নিকট উচিতমত উৎসাহ প্রাপ্ত হই তাহা হইলে পুনরায় দ্বিতীয় বারে পুস্তকখানিকে অধিকতর মার্জ্জিত করিয়া মুদ্রিত করিব ইতি।

পরে এই নিবেদন যে এই পুস্তক আমার নামাঙ্কিত মোহর ব্যতীত কেহ ক্রয় করিবেন না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

স্ত্রীগণ	পুরুষগণ
যশোমতী	নন্দ
শ্রীমতী	শ্রীকৃষ্ণ
বৃন্দা	নারদ
ললিতা	আয়াণ
বিসখা	দ্বারী
কালিন্দী	শ্রীদাম্
বড়াই	দুই জন অঙ্গরক্ষক
কুটিলা	
সত্যভামা	
মিত্রবৃন্দা	
সুলোচনা	

গেলে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনোরঞ্জন করিতে হয় সুতরাং সর্ব্ব প্রকার রসেরই অভিনয় করা উচিত। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" সকলের পছন্দ সমান নহে কেহ শান্তিরস ভাল বাসেন হাস্যরসকে ভালবাসেন না, কেহ বা শৃঙ্গার রসকে ভালবাসেন, করুণরস ভাল বাসেন না। এইরূপ সকলেই। আমরা সেই অভাব দূরীকরণার্থে এই প্রভাস মিলনখানি সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিলাম, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে আমরা এই একটী আশার বশবর্ত্তী হইয়া এ বিষয়ে সাহসী হইয়াছি যে কৃষ্ণলীলার মধ্যে প্রভাসখণ্ডটীতেই সমস্ত রসের অধিষ্ঠান আছে, উত্তমরূপে লিখিতে ও অভিনয় করিতে পারিলে সভাবৃন্দের মনোরম হইতে পারে। এখন সাধারণের উপর নির্ভর। পুস্তকখানি যেরূপ লিখিত হইয়াছিল, অবিকল তাহাই প্রকাশিত হইল এক স্থানও পরিবর্ত্তিত করা যায় নাই, এমন কি, মুদ্রাঙ্কণকারীদিগকেও কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া যায় নাই যদি সাধারণের নিকট উচিতমত উৎসাহ প্রাপ্ত হই তাহা হইলে পুনরায় দ্বিতীয় বারে পুস্তকখানিকে অধিকতর মার্জ্জিত করিয়া মুদ্রিত করিব ইতি।

পরে এই নিবেদন যে এই পুস্তক আমার নামাঙ্কিত মোহর ব্যতীত কেহ ক্রয় করিবেন না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

স্ত্রীগণ	পুরুষগণ
যশোমতী	নন্দ
শ্রীমতী	শ্রীকৃষ্ণ
বৃন্দা	নারদ
ললিতা	আয়াণ
বিসখা	দ্বারী
কালিন্দী	শ্রীদাম্
বড়াই	দুই জন অঙ্গরক্ষক
কুটিলা	
সত্যভামা	
মিত্রবৃন্দা	
সুলোচনা	

প্রভাস মিলন।

প্রথমাঙ্ক।

দ্বারকাপুরী রাজসভা।

দুইজন অঙ্গরক্ষকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। (সিংহাসনে উপবেশন করিয়া) (স্বগত) যদুবংশের কেহই যে উপস্থিত নাই, কি আশ্চর্য্য! ইহারা সকলেই অসদ্বৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে উঠ্‌লো প্রজাগণ সর্ব্বদাই ইহাদিগের প্রতিযোগ এসে অভিযোগ করে; ইহার কি যে প্রতিকার করবো এ আর কিছু ভেবে স্থির কত্তে পাচ্চিনে। প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম্ম, এবিষয়ে আমার অত্যন্ত দুর্নাম হয়ে উঠতে লাগ্‌লো। একেতো আপনি নরদেহ ধারণ কোরে যে সকল কদর্য্য

কার্য্য কোরেচি লোকালয়ে তাহাতে ঘৃণার পরিসীমা নাই। গোষ্ঠে গোচারণ, গোপ অন্ন ভোজন, অত্যন্ত নিন্দনীয় পূতনাবধ ও গোরূপী বৎসাসুর ও কংশাসুরকে বধ কোরে আমি যে স্ত্রীহত্যা ও গোহত্যার ভাগী হয়েছি তাহার আর সন্দেহ কি আছে? আর ভোজবংশাবতংশ মহারাজ কংশকে ধ্বংস করাই কি উচিত হয়েছে; মাতুল, গুরুতর ব্যক্তি তাঁহাকে বধ করেছি, একি অল্প মহাপাতক; দয়া, মায়া, বিবেচনা আমার শরীরেত কিছু মাত্র নাই। মা যশোদা পিতা নন্দ ও পিতৃব্য উপনন্দ তাঁদের আমি দেহের জীবন, আমাকে ক্ষণকাল না দেখলে তাঁরা চারি দিক শূন্য ও দেহ বিফল বোধ কত্তেন এবং তাঁদের অন্নেই আমার জীবন। আমি ধনুযজ্ঞে এসে কংশ বধ করে আর তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেম না। শ্রীদাম সুদাম আদি প্রিয় বয়স্যরা আমাকে একপ্রাণ ভাব্‌তো। শ্রীরাধিকা গোপিনীগণ কুল, মান, সকল পরিত্যাগ কোরে আমার প্রেমের প্রেমাধিনী হোলো, আমি কি তাঁদের মনে অল্প পরিবেদনা দিয়েছি? ছি ছি ছি!

আমি যে সকল কার্য্য করেচি তা মনে হলে আমার আর ক্ষণকাল জীবিত থাক্‌তে ইচ্ছা করে না? (অধোমুখে চিন্তা)

[নারদের প্রবেশ।]

নারদ। (স্বগত) এ কি! বাসুদেব আজ এমন বিরস বদনে বসে কেন? অন্য দিন দ্বারকায় এলে কত অভ্যর্থনা কত যত্ন করেন, অদ্য যে মুখে একটি কথাও নাই এর কারণ কি? তদন্ত জান্তে হোলো। (প্রকাশ্যে) ভগবান! অদ্য আপনাকে এমন ম্রিয়মাণ দেখচি কেন? অন্য দিন দ্বারকায় এলে আপনি কত আদর অপেক্ষা করেন; অগ্নিহোত্র হোমাদির কথা ও দেবলোকে দেবতারা কে কেমন আছেন কত কথা কহেন, অদ্য তাহার সকলই বিপরীত ভাব দেখচি, অধম কি শ্রীচরণে কোন অপরাধী হয়েচে, না সত্যভামা মান করে এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত কোরেচে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষি! আমার অপরাধ ক্ষমা করুণ; প্রণাম হই। আমি অত্যন্ত মনদুঃখে আছি।

নারদ। তা তো দেখ্‌তে পাচ্চি! (স্বগত)

সুখ দুঃখ যার সকলই সমান, তাঁর আবার মনদুঃখ এ যেন আমাকে বোকা বোঝালেন। (প্রকাশ্যে) তবে মনদুঃখের কারণ কি বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি! নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কোরে আমি যে সকল কদর্য্য কার্য্য কোরেচি, তাহাপেক্ষা আর ঘৃণাকর কি আছে বলুন? যে মা যশোদা পিতা নন্দ আমাকে প্রতিপালন কোরেচেন্ তাঁদের অসহ্য শোক সন্তাপে পরিতাপিত কোরে এসেচি, যে শ্রীরাধা ও গোপাঙ্গনাগণ আমার প্রেমের প্রেমাধিনী তাঁদের বিরহ শয্যায় শায়িত কোরেচি, স্ত্রীহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি আমার আর কোন অপকর্ম্ম অবশিষ্ট নাই, মাতুল-বধ পর্য্যন্ত কোরেচি (সজল লোচনে) মহর্ষি, এক্ষণে আমার এ জীবনান্ত হলেই বাঁচি।

গীত।

ছার দেহে আর কিবা প্রয়োজন।
সহেনা সহেনা হৃদে জ্বলে হুতাশন॥
নিজ দোষে করি পাপ, সার হোলো পরিতাপ,
দুঃখে দহে প্রাণ মন অনুক্ষণ॥

নারদ। (স্বগত) একি! " অম্বুজমম্বুনিজ্জাতং ক্বচিদপি ন জায়তে অম্বুজাদম্বু" জলেই পদ্ম জন্মায় পদ্মে যে জল জন্মে এতো কখন দেখিনে। কমললোচন, তাতে জলোৎপত্তি হোচ্চে। মায়ার কি মোহিনী শক্তি! মায়াতীত ভগবান নর-দেহ ধারণ কোরে চক্ষে জল রাখতে পাচ্চেন না; সামান্য নরে আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার গৃহ, আমার সংসার কোরে কাঁদবে তার আর বিচিত্র কি আছে? (প্রকাশ্যে) ঠাকুর! আপনার বিষাদিত হওয়া অনুচিত, আপনি তো মায়াসৃত নন। অচিন্ত্য-উপাধি, নিত্যানন্দ, সর্ব্বসুখাকর, সর্ব্বজীবের বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়প্রদ এক ব্রহ্ম, তা আপনি, সকল ব্রহ্ম তাহাও আপনি ভিন্ন কিছুই নহে। আপনার ইচ্ছাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকলই সম্পাদিত হোচ্চে। আপনি সামান্য মায়ার পরবশে দুর্বৃত্ত কংশ ধ্বংসের জন্য এত পরিবেদনা কোচ্চেন কেন? তমো গুণে আপনিই তো সমস্ত সৃষ্টির ধ্বংস কোচ্চেন। আর দেখুন নিত্য এক আপনি ভিন্ন কিছুই নহে, জন্মগ্রহণ কোর্লেই জীবের মৃত্যু আছে;

কেহ ব্যাধিতে, কেহ সমরে, কেহ অপঘাতে জীবনান্ত কোচ্চে, কালপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে কালের কবলিত হইতে হইবে তাহার আর অন্যথা কি বলুন। আর অকালমৃত্যু তাহাতে মনুষ্যের আপন কর্ম্মফল ব্যতীত অপর কোন হেতু নাই। বধকারী আর রোগ সে কেবল সূত্র মাত্র। দ্বিতীয়তঃ আত্মার বিনাশ নাই, কেবল দেহ ধ্বংস। জলৌকায় যেমত এক তৃণ পরিত্যাগ কোরে অপর তৃণ আশ্রয় করে, মনুষ্য যেমত পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ কোরে অপর নূতন বসন পরিধান করে, পক্ষী যেমত পিঞ্জর হইতে অপর পিঞ্জরে বাস করে, সর্প যেমত খোলস পরিত্যাগ কোরে পুনঃ খোলস প্রাপ্ত হয়, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন কলেবর হইতে নূতন দেহে প্রবেশ করেন। অস্ত্রাঘাতে কি অনলে আত্মার ধ্বংস, কি সলিলে আর্দ্র, বা রৌদ্রে কি বায়ুর প্রভাবে আত্মা কখন পরিশুষ্ক হন না। ভগবান! আপনারতো কোন বিষয় অবিদিতনাই আর দুর্দ্দান্ত কংশ আপন কর্ম্ম দোষেই ধ্বংস হোয়েচে, দুরাচার পৃথিবীকে তাড়না ও দেবগণকে দুর্দ্দশা-

গ্রস্ত করাতে আপনি তাহার ধ্বংসের জন্যই অবতার হয়েচেন, অনর্থক আর চিন্তা কর্ব্বেন না।

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি! আমি ভূভার হরণার্থে ভূলোকে নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কোরেচি, আমার এ ভৌতিক দেহ। এক্ষণে নরের যে রীতি নীতি সেইমতে আমার কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়ত প্রজাপালকেরা লোকরঞ্জনই এই লোকে যশ এবং পরলোকে ধর্ম্ম সঞ্চয় কোরে থাকেন। আমি যদ্যপি লোকালয়ের ঘৃণিত কার্য্য করি, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ঘৃণা করিবে। এবং অজ্ঞানতা বশতঃ অনেক অবোধ লোক আমার দুষ্কর্ম্মের পরবর্ত্তী হইলে পরপথে তাহাদিগের পরিতাপের সীমা থাক্‌বে না। আমি যে আমার মাতুল কংশকে বধ কোরেচি, আমার এ কার্য্য প্রমাণে যদি অনেকেই গুরুতর ব্যক্তিকে হত্যা করেন? মহর্ষি, হত্যাকাণ্ড তো সহজ পাপ নয়; ইহাতে আমার যে কি পরিবেদনা হয়েচে তা আর আমি বোলে জানাতে পারিনে। আর ব্রজধাম পরিত্যাগ কোরে আমার আসা যে কি মর্ম্মান্তিক হয়েচে তাহা আমিই জানি। প্রথমত

এবিষয়ে আমার একটা কোন প্রতিকার করাই উচিত হয়েছে।

নারদ। ঠাকুর! আপনি লীলাকারী, লীলা করিবার জন্যই নর-দেহ ধারণ কোরেচেন, লোক রঞ্জন কোর্‌বেন এ আর আশ্চর্য্য কি, আপনি অখিল-রঞ্জন চতুর্দ্দশ ভুবনকে রঞ্জন কচ্চেন। এক্ষণে অনুমতি করেন তো আমি একবার ব্রহ্মার নিকটে গমন করি।

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি! আমি অত্যন্ত মনদুঃখে আছি, এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে বলুন।

নারদ। ভগবান! আমি তজ্জন্যই ব্রহ্মার সমীপে গমন কচ্চি, এক্ষণে অনুমতি করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। যে আজ্ঞে আসুন তবে, আমার নিবেদন যেন স্মরণ থাকে।

[নারদের প্রস্থান।]

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) মানব দেহ ধারণ কোরে যে পৃথিবীতে আসা এবড় সহজ কথা নহে, কর্ম্ম-ক্ষেত্র ধরণীর সমতুল্য স্থান আর কোথাও নাই, দেবতা ও পিতৃলোক প্রভৃতিরাও এ পৃথিবীতেও

কর্ম্ম কর্ত্তে এসেন। আমি এক কংস বধ কর্বার জন্য মানব-দেহ ধারণ কোরে বিস্তর দুষ্কর্ম্ম করেচি। আর পৃথিবীর ভার হরণ কোর্ত্তে আমার যে আসা, তাও এই ছাপান্ন কোটি যদুবংশের ভারে বিপরীত হয়ে উঠেচে। এখন সত্বরে এই সকল বিষয়ের প্রতিকার করাই আমার উচিত হয়েচে। একবার দাদা বলরামের নিকটে গিয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।]

দ্বিতীয়াঙ্ক।

সত্যভামার আবাস গৃহ

সত্যভামা ও সুলোচনার প্রবেশ।

সুলো। হ্যাগা! আজ্ এখনো ঠাকুর আস্‌চেন না কেন?

সত্য। তোর ঠাকুরই জানেন। আমার আর তো একলার নয়, ষোলশ আট্‌টি যে।

সুলো। তা বাবু তুমি যাই বল, কিন্তু আমি জানি ঠাকুর কেবল তোমার। তিনি তোমার ঘরে আস্‌তে যত খুসি হন, আর তোমার ঘরে যতক্ষণ থাকেন, তত আর কোথায় বলুন দেখি? আর তিনি তোমার কথা যত শোনেন আর তোমাকে যত ভালবাসেন এত তো আর কোথাও দেখিনে।

সত্য। হ্যাঁলো হ্যাঁ! তুই সব জানিস্, নারদ যখন পারিজাত ফুলটি এনেদিয়েছিল, তাই সেটি নেগে রুক্মিনীকে দিয়েছিলেন। তোর ঠাকুর আমাকে ভারি ভালবাসে।

সুলো। তা বাবু শেষেতো আপনাকে সেই পারিজাতের বাগান সুদ্ধ এনে দিয়েছিলেন, তাতেও শোধ যায়নি নাকি ?

সত্য। ওলো তাতে আর ভালবাসা কি বল, আমার কান্না কাটিতে সেটা বৈতনয় ? মনের যে টান তাঁর রুক্মিনীতেই আছে।

সুলো। (অন্তর হইতে দেখিয়া) ওগো! চুপকরুন ঠাকুর আস্‌চেন।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।]

সত্য। আসুন! কি সৌভাগ্য আমি মনে কোরেছিলেম আজ আর বুঝি এমুখো হবেন না তবে এখন কোথা থেকে আশা হোচ্চে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! ক্ষণকাল স্থির হও আমার মন্‌টা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে।

সত্য। যদি এখানে এসে ব্যাকুলই হবেন তবে এলেন কেন ? যেখানে গেলে মনে সুখ হবে সেইখানে যান না! আমিই না হয় আপনার মনের দুঃখ বদল কোরে নিয়ে সহ্য কোরে থাকি।

শ্রীকৃষ্ণ। না প্রিয়ে। তুমি যা মনে কোচ্চ

তার তরে আমি ব্যাকুল হইনে, তুমিত জান আমি তোমার গৃহে আস্‌তে যত আহ্লাদিত হই, এত আর কোথাও হইনে।

সত্য। তবে ব্যাকুল হবার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। অন্য কোন কারণে আমি মনের মধ্যে যথোচিত যন্ত্রণা ভোগ কচ্চি, আমার মন যে কি হয়েচে তা আমিই জানি।

সত্য। আবার কারণ কি? তবে বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকে মনে পড়েচে নাকি? কৈ বৃন্দে মাগী তো অনেক দিন এসেনি।

শ্রীকৃষ্ণ। না প্রিয়ে। এসময়ে তুমি সে সব বলো না, মনের অসুখ থাকলে কৌতুক আমোদ সকলই অসঙ্গত বোধ হয়, আমি এক্ষণে অত্যন্ত মনোদুঃখে আছি, কিঞ্চিৎ সুস্থ হোলে তোমার যাতে সন্তোষ হবে আমাকে তাই বোলো তখন আমি সব সহ্য কোর্‌বো।

সত্য। (সুলোচনার প্রতি) সুলোচনা! একটা সুপুরি এনে দেনা ভাই, মুখে দিয়ে বোসে থাকি, আবার ভুলে কি কথা বোল্‌বো, সহ্য না হলে যে

মুস্কিল হবে দেখ্‌চি।

সুলো। চুপ কর না গা, তুমি কি একটু স্থির হয়ে থাক্‌তে পার না?

নারদ। (নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে) (স্বগত) কি আশ্চর্য্য এই রাজসভাতে বোসে কত বিলাপ কচ্ছিলেন, ক্ষণেকাল পরেই যে সে মন পরিবর্ত্তন হয়ে গেচে, এরমধ্যে অন্তঃপুরে এসে দিব্য সত্যভামার সহিত কৌতুক আমোদ কচ্চেন। সংসার আর বিষয়ভোগ বড় সহজ ব্যাপার নহে, মনুষ্যে কি সহজে তাহাতে লিপ্ত হয়ে থাকে। (প্রকাশে) ভগবান! এক্ষণে সুস্থ হয়েচেন তো।

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন কি সৌভাগ্য, এ যে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখচি, আমি মনে করেছিলেম বুঝি আর স্মরণ থাক্‌বে না।

নারদ। ভগবান্! বলেন কি? আপনাকে স্মরণ না থাক্‌লে যে জীবন ধারণই বৃথা, প্রার্থনা করি চিরকাল যেন আপনার পদে রতি মতি থাকে, আপনি যেন ক্ষণেক কালের জন্য আমার অন্তর হতে অন্তর না হন, আর এ অধম যেন সর্ব্বকাল

আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন কোত্তে পারে। ঠাকুর! আপনি কি অল্প সাধনের ধন! যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ফণীন্দ্রাদির ধ্যানের অগোচর, এ অধম যে সামান্য সাধনে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে, ইহা কি অল্প ভাগ্যের কথা?

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি! আপনি কি বলেন, আপনার আগমন হলে আমার এ দ্বারকাপুরী পবিত্র হয় আর আমি যে কি আনন্দ লাভ করি তাহা আর বোলে জানাতে পারিনে। এক্ষণে আপনার কি কোন বক্তব্য আছে?

নারদ। ঠাকুর! আমার বিশেষ বক্তব্য আছে। কিন্তু আপনাকে নির্জ্জনে একবার গত্রোত্থান কোত্তে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। চলুন, তার আর বিচিত্র কি?

[শ্রীকৃষ্ণ ও নারদের প্রস্থান।]

সত্য। সুলোচনা! নারদ ভাই আবার কি ছলনা কোরে এলো, ঋষিকে দেখেই যে আমার প্রাণ উড়ে গেচে, একবার যে তুলা-ব্রত কোরে ভগবানকে হারাই,—ঐ দেবঋষিই তো তার মূল।

আর পারিজাত ফুল নিয়ে যে তুমুল হয়েছিল, তাও তো ঐ মহামুনির জন্যে। আজ আবার কেন এলেন, এ যে আমার ভারি ভাবনা হোলো।

সুলো। ওগো! আমি বোধ করি মহর্ষি আর একবার এসে ঠাকুরকে বৃন্দাবনের কোন কথা বোলেছিলেন, তাই ঠাকুর আজ এমন বিমর্শভাব ছিলেন, দেবঋষি বোধকরি. ব্রজে গিয়ে রাধার কোন সংবাদ এনেচেন, তাই ভগবানকে বিরলে গিয়ে বোলচেন।

সত্য। ওলো আমার মনেও তাই নিচ্চে, শ্রীদামের সাঁপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-হীন হয়েছিল, বোধ করি সাপান্ত হয়েচে তাই পুনর্ব্বার দেব-ঋষিকে দ্বারকায় পাঠিয়েচে।

সুলো। তবেই তো মুস্কিল দেখ্চি, কি উপায় করবেন বলুন দেখি?

সত্য। আমি তো ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পাচ্চিনে।

(মিত্রবিন্দার প্রবেশ।)

মিত্র। দিদি! আজ এমন বিরস বদন কেন?

গীত।

সখি কেন গো হেরি তব বিবস বদন।
ত্যেজি সিংহাসন, বোসে ধরাসন,
ছল ছল কেন তব বিবস বদন॥
তব মলিন মুখ, হেরি ফাটে বুক,
কি বোলে নয়নে তবে করিব বারণ।
ঘনশ্বাস ঘন ঘন, কেন মন উচাটন,
কি তাপে তাপিত বল হোল তব মন॥
হাসি-হীন চাঁদ মুখ, হেরিয়ে ফাটিছে বুক,
হরো গো মনের দুঃখ, কর সম্ভাষণ॥

সত্য। ভাই বড় অমঙ্গল দেখ্‌চি, মহামুনি নারদ এসে ভগবানকে নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে কি বোলচেন্; বোধকরি শ্রীরাধার কোন সংবাদ এনেচেন।

মিত্র। দিদি! এ যে তবে ভারি সর্ব্বনাশের কথা, ঠাকুরের বৃন্দাবনে এখন সম্পূর্ণ মায়া আছে, আমি দেখেচি কত দিন রাত্রে স্বপন দেখে শ্রীরাধা জয় রাধা বোলে কেঁদে উঠেছেন।

সত্য। তাইতো ভাই এখন উপায় করি কি? চল আমরা সকলে সেই দেবঋষির চরণ ধোরে

পড়িগে তা হলে আর ভগবানকে বৃন্দাবনে লয়ে যাবেন্ না।

সুলো। ওগো এ উপায় বড় মন্দ নয়, তুলব্রতো সময়ে এই উপায়েই দেবঋষি শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে দিয়েছিলেন।

মিত্র। সে মুনি আপনার প্রয়োজনে ঠাকুরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এবার আরতো তা নয়, শ্রীরাধা পাঠিয়েছে, যে শ্রীরাধার নাম নিয়ে ভগবান্কে ফিরে দিয়েগেলেন, সে শ্রীরাধার অপেক্ষা আমরা কি মুনির আপনার হবো! আর ঠাকুরের তো শ্রীমতির প্রতি কিরূপ মতি তা দেখেচো। রাশি রাশি দ্রব্যেতে সমতুল্য হোলো না. কিন্তু একটি তুলসী পত্রে রাধার নাম লিখে দিতেই অমনি ঠিক হোলেন্। সুলোচনা! রাধার চেয়ে আর ঠাকুরের কে আছে বল? ঠাকুর শ্রীরাধারপ্রেমে বাঁধা আছেন।

সুলো। ওগো ভগবানের যে আরাধনা করে তিনি তার প্রেমেই বাঁধা তা নাহোলে লোকে তাঁকে ভক্তাধীন বোলবে কেন, আপনি কেবল রাধার নাম কোচ্চেন কেন?

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

সুলো। (কৃষ্ণকে দেখিয়া) ওগো! চেয়ে দেখ এই ক্ষণেককাল পূর্ব্বে ঠাকুর কত বিষাদিত ছিলেন, এখন আর যে মুখে হাসি ধোচ্চে না।

শ্রীকৃষ্ণ। সুলোচনা! সকল সময় কি এক ভাবে যায়, না মনের গতিকই স্থির থাকে।

সত্য। যা হোক, এখন যে হাসি মুখ দেখ-লেম তবু ভাল। দেবঋষি যেন ব্রজের সংবাদটা এনে ভাল দিয়েচে বোধ হোচ্চে,। ছি ছি ছি তোমার উপযুক্ত পুত্র পৌত্র হোলো, তবু পরনারীর প্রতি সে কুমন গেলো না? এখন রাজা হয়েছ, লোক-রঞ্জনই তোমার পরম ধর্ম্ম, ব্রজের লোকে যখন তোমাকে নন্দের নন্দন বোলে জান্‌তো গোষ্ঠে গোষ্ঠে গোচারণ কোরে বেড়াতে, তখন যা দুষ্কর্ম্ম কোরেচ সব শোভা পেয়েচে। না স্ত্রী, না পুত্র আর বুদ্ধিটিও খুব অল্প ছিল, এখন আর তো সে ভাব নাই? লোকে তোমাকে দৈবকীনন্দন বোলে জে-নেচে পুত্র পৌত্রে তোমার সোণার সংসার, ছি ছি ছি! এ সময়ে মহাপাপ পরদার পাপাচারে কি

মনোমধ্যে একটু শঙ্কা হোচ্চে না? আপনি জানেন যে পুরুষ পবদারগামী তার কমলা কম্পিত হন? লোকালয়ে অপযশ পরলোকে তার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না, পরদার দোসে লোকের বল বুদ্ধি সকল ধ্বংস হয়। এক পরদার দোষে রাবণের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! পরদারে যে মহাপাতক আর আমাকে বোলে জানাচ্চ কেন; আর আমাকে অনর্থক এ ভৎ'সনার কারণই বা কি? আমিত এর কিছুই জানিনে।

সত্য। তা তো আপনি কিছুই জানেন না

[নারদের প্রবেশ।]

নারদ। ভগবান! আপনি একবার বলদেবের সমভিব্যাহারে বসুদেবের সমীপে গমন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি! পিতার অভিমত কিরূপ দেখ্‌লেন।

নারদ। ঠাকুর! মহাত্মাদিগের এ বিষয়ে অনামত কি আছে, আপনি সত্বরেই গমন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। যে আজ্ঞে, তবে এখন আমি চল্লেম।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।]

সত্য। ওলো সুলোচনা। দেবঋষিকে এক খানা আসন দেতো।

সুলো। (আসন প্রদান) (ঋষির উপবেশন)

সত্য। মহর্ষি! আপনি সত্য কোরে বলুন দেখি কোথা হোতে এসেছেন।

মিত্র। তা আর জিজ্ঞাসা কোচ্চেন কেন, ব্রজের শ্রীমতীর দূত হয়ে এসেচেন।

সুলো। মহর্ষি! শ্রীমতি আমাদের ঠাকুর বিহনে এখন কি অবস্থায় আছেন।

সত্য। মহর্ষি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শ্রীমতীর এখন পর পতির প্রতি এমন মতি কেন ? মন মধ্যে কি একটু ঘৃণার নাম নাই, যার জন্য রাধা কলঙ্কিনী নাম হোলো, এখন কি সে কলঙ্কের ভয় করে না। স্ত্রীলোকের সতীত্বের চেয়ে আর কি আছে বলুন দেখি, যপ, যজ্ঞ সকলই এক পতির শুশ্রুষা মাত্র, এমন অমূল্য সতীত্ব ধর্ম্ম যে অনায়াসেই পাপাচারে ধ্বংস কোল্লে। আমার সঙ্গে যদি কখন দেখা হয়, আমি একবার শ্রীমতীকে

ভালকোরে বোলবো। আর আমাদের ঠাকুরেরই কি প্রবৃত্তি, এক্টা গোয়ালার মেয়েকে নিয়ে একি কম ঢলাঢলী।

মিত্র। দেবর্ষি! শত বর্ষ গত হোলো, এখন কি রাধার মন হতে সে আশা গ্যালো না, আর আপনিই বা শ্রীমতীর দূত হয়ে কেমন কোরে এলেন। এখন কি আপনার তপস্যা পরিত্যাগ কোরে এই তপ রূপ হয়েচে নাকি?

সত্য। হ্যা লো! ব্রজের আয়াণ ঘোষের স্ত্রী, কালা কলঙ্কিণী রাধা, আমাদের দেবঋষি এখন তাঁর দূত হয়েচেন।

নারদ। তোম্‌রা নাকি শ্রীমতীর সপত্নী তাই তাঁকে এমন কুবাক্য বোলচো। শ্রীরাধার অপেক্ষা বিশ্ব সংসারে আর সাধ্যা সতী কে আছে বলুন দেখি? পৃথিবীতে যাবদীয় পুরুষ আছে সমুদয় বিষ্ণু অংশে সম্ভূত, যাবদীয় স্ত্রীলোক আছে সমুদয় শ্রীমতীর অংশে সম্ভূতা, বিশ্ব সংসারে শ্রীরাধার চেয়ে আর সাধ্যা সতী কেহই নাই।

জটীলে কুটীলে শ্রীমতীকে অসাধ্যা বোলে তাদের সে সতীত্বনাড়া ঘুচে গ্যাচে সেটী শুনেচ তো, সহস্র ঝারিতে জল আন্তে গিয়ে চক্ষে কোরে জল এনেছিল। রাধার সদৃশ সতী কি রাধার সমান রূপবতী, কি রাধার ন্যায় মানিনী এ বিশ্ব সংসারে আর কে আছে বলুন দেখি। যে ব্যক্তি রাধামন্ত্রে দীক্ষা হয় সেইতো প্রধান সাধক। আর শ্রীকৃষ্ণের রাধার সমতুল্য প্রেয়সী আমিত আর চোকে দেখ্‌তে পাইনে। তিনি রাধার অনুরাগেই অনুক্ষণ মগ্ন থাকেন, আর কোন্ দিন রজনীতে বৃন্দাবনের বংশীবট মূলে গিয়ে রাধা রাধা বোলে বংশী না বাজান? আর এক্টা কথা বলি তোম্‌রা আপনা-আপনি মনে মানী হও বৈতনয় ; রাধার কি অল্প মান, লোকে ঠাকুরকে রাধাকান্ত রাধানাথ রাধা-রমণ বোলে ডাকে, কৈ সত্যভামা কান্ত বোলেতো কেউ ডাকে না? তুমি এক পারিজাত ফুলে আর ঠাকুরকে তুলে তুলে এক্‌টু মান বাড়িয়েছিলে, কিন্তু হনুমান এসে সে দফা নিকেশ কোরে দিয়ে গ্যালো। তুমি বোলে এখন লোকালয়ে মুখ

দেখাচ্চ, কিন্তু অন্য মেয়েমানুষ হোলে সে যে কি কোত্ত‌তা আর বোলে জানাতে পারিনে। সেটা কি মোনে হয়? "দিদি! বলগো তোর দাসী" এবার শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে যজ্ঞ কোচ্চেন, সেখানে চতুর্দ্দশ ভুবনের লোকের সমাগম হবে, শ্রীমতীও আস্‌বেন, যদি তাঁর পাসে দাঁড়াতে পারো তবে জান্‌বো রূপ।

সত্য। প্রভাসে কি যজ্ঞ হবে।

গীত।

বল বল তপোধন করি গো শ্রবণ।
কি যজ্ঞে হবেন ব্রতি পাণ্ডব রঞ্জন,
কি ভাবে এ ভাব তাঁর হোল মোনে উদ্দীপন॥
সর্ব্ব যজ্ঞে জানি হরি যজ্ঞেশ্বর,
যাঁর মোহে মুগ্ধ চরাচর।
বল গো বল গো বল শুনি,
এ যজ্ঞ করিয়ে তাঁর আছে কিবা প্রয়োজন॥

নারদ। তাই বোলচো শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসেন এখন যজ্ঞের সংবাদ পর্য্যন্ত পাওনি।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

নারদ। ভগবান! এখন সংবাদ কি বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি! আপনি আর এখানে বিলম্ব কোচ্চেন কেন? সাত্যকিকে যক্ষরাজের সমীপে ধন আহরণার্থে প্রেরণ কোরে এলেম, দাদা বলদেব বিশ্বকর্ম্মার সমভিব্যাহারে যজ্ঞস্থল পরিসরের জন্য প্রভাসে গমন কোরেচেন। আমিও দ্বারকাবাসী ও মথুরাবাসীগণকে লয়ে প্রভাসে চল্লেম। আপনি সত্বরেই চতুর্দ্দশ ভুবন নিমন্ত্রণার্থে গমন করুন।—

নারদ। আমিতো যাত্রাকোরে বেরিয়েচি, আপনার যে সব মহিষীগণ, বিশেষত সত্যভামা ঠাকুরুণটী আবার একরকমের, আগে এঁদের নিমন্ত্রণ কোরে না গেলে আর কি রক্ষা থাক্‌বে, মান কোরে বোস্‌লে শেষে মুস্কিল হবে। (সত্যভামার প্রতি) ওগো! ঠাকুর প্রভাসে যজ্ঞ কোচ্চেন আপনারা সেখানে পদার্পণ কোরে চরিতার্থ কর্ব্বেন।

শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি! আপনি আর বিলম্ব কোর্ব্বেন না? সারথি রথ প্রস্তুত কোরেচে, আমরা সত্বরেই চল্লেম।

নারদ। আমার আর বিলম্ব কি আমিও উট্‌লেম।

[নারদের প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! সারথি রথ প্রস্তুত কোরেচে সত্বর হও; সত্বরেই প্রভাসে গমন কোত্তে হবে। (সুলোচনার প্রতি) সুলোচনা তুমি মহিষীগণকে ও দ্বারকাবাসিনীদের সংবাদ দাও।

সুলো। যে আজ্ঞে।

[সুলোচনার প্রস্থান]

সত্য। আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে, শ্রীমতী প্রভাসে এলেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে? শ্রীরাধার দর্শন কামনা কোরে যজ্ঞ কোচ্চেন, আপনি প্রভাসে গিয়ে শ্রীমতীকে আনান তাহলেই আপনার বাসনা সিদ্ধ হবে। আমাদের তো তবে কোন প্রয়োজন নাই, আর আমরা সে শ্রীরাধার রূপের কাছেও কিছু দাঁড়াতে পার্ব্বো না, অপমান হওয়ার চেয়ে আমাদের না যাওয়াই ভাল।

শ্রীকৃষ্ণ। বেস, আমি প্রভাসে দান যজ্ঞের মানস কোরেচি, সপ্তচতুর্দ্দশ ভুবনবাসীদের

নিমন্ত্রণ কোত্তে হবে। আমি কি শ্রীরাধাকে দেখবো বোলে যজ্ঞ কচ্চি। আর শ্রীমতী যজ্ঞে এলে তাতে তোমাদের ক্ষতি কি বল?

সত্য। হ্যাঁ! আমাদের আর ক্ষতি কি? আপনারা ঠাকুর ঠাকুরণ যুগলে বোস্‌বেন, আমরা গলায় কাপড় দিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে বৈতনয়। এ মনস্থটী.কোরেচ ভাল। ছি ছি ছি, এত বয়েস হোলো, এখন তোমার কি সে কুটিল মন গ্যালো না?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! এসময়ে আর অনর্থক বাক্য ব্যয় কোচ্চ কেন, দ্বারকাবাসী ও হস্তিনাবাসীরা সকলেই অপেক্ষা কোচ্চেন, এক্ষণে চল আমরা প্রস্থান করি।

সত্য। মিত্রবিন্দা! চল ভাই তবে, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্ক।

বৃন্দাবনের রাজবাটী।

[নন্দের প্রবেশ।]

নন্দ। যাদুমণি! তুমি না বিধির বিধি? তাই বুঝি পিতার প্রতি এমত মমতা বিহীন, ধনু যজ্ঞে কংশ বধ কোরে, রাজ্যপাট পেয়ে, আমাকে যে আসবো বোলে আশা দিয়ে বিদায় কোরে দিলে, আমি যে তদবধি তোমার সে আসাপথ চেয়ে আছি বাবা! তোমার আশার আশাতে আমার কণ্ঠাগত প্রাণ হয়ে রয়েচে, একবার এস; আমি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ কোরে পরিতাপিত চিত্তকে সুশীতল করি। বাবা! তোমার শরীরে তো দয়া মায়া বিন্দুমাত্র নাই; লোকে তবে কেন তো-মাকে দয়াময় বোলে ডাকে। নন্দলাল! বিভব তো অনেকেই পায়, প্রাচীন পিতা মাতাকে বিভব পেয়ে এমত কেহ ত কোথাও দুঃখ দ্যায় না, আমরা তো তোমার কোন বিষয়ে মন্দকারী নই;

তবে তুমি আমাদের উপর এত নিদয় কেন। কৃষ্ণ যাদুমণি তুমি একবার এ ব্রজধামে এসে আমার কোলে এসো, আমাকে একবার পিতা বোলে ডাক, আমি তোমার শ্রীমুখের মধুময় রব শুনে শ্রবণ যুগল সফল করি।

গীত।

বৃন্দাবন যেন বন বিনে সেই কৃষ্ণধন।
নিরব কোকিল সব কাঁদিছে গোপালগণ॥
বাসহীন যত ফুল, নাহি গুঞ্জে অলিকুল,
বিজন যমুনাকূল, হেরে ঝরিছে নয়ন।
পাইয়ে রাজ্য বিভব, এসব ভুলে কেশব,
কেমনে নিশ্চিন্তে আছে বলিতে নাপারি॥
আমি তার পিতা নন্দ, সে বিনে কাঁদিয়ে অন্ধ,
এখন বল হে তারে, কে হোলো আপন॥

[নারদের প্রবেশ]

নন্দ। (যোড়হস্ত করিয়া) মহর্ষি! আজ আমার সুপ্রভাত দেখচি, পিতৃ পুণ্য কি দেবতা প্রসন্ন তা আর বোলে জানাতে পারিনে। বৃন্দাবন ধাম পবিত্র হোলো। প্রণাম হই। (প্রণাম)

নারদ। গোপরাজ! তোমার সমতুল্য আর পুণ্যাত্মা কে আছে বলুন, অখিল বিশ্বরঞ্জন তিনি তোমার তনয়রূপে তোমার নেত্র রঞ্জন কল্লেন ইহাপেক্ষা আর ভাগ্যশালী কে বলুন।

নন্দ। মহর্ষি! আমায় অত্যন্ত হতভাগ্য বোল্‌তে হবে, নতুবা আমি যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেম তাতে বঞ্চিত হল্লো কেন? এ বৃন্দাবনের দিকে আর চাইতে পারিনে, এমন যে ব্রজধাম আমার এ জীবনধন কৃষ্ণ বিহনে এককালে ছিন্ন ভিন্ন হয়েগ্যাছে। দেখুন ব্রজবাসী মাত্র কাহার সুখ নাই, সেই সুখময় আমার কৃষ্ণ বিহনে সকলেই নেত্রনীরে ভাস্‌চে। মহর্ষি! কৃষ্ণ আমার ব্রজের চন্দ্রিমা। কৃষ্ণ অভাবে এখন বৃন্দাবন দিবানিশি অন্ধকার ময় হয়ে রয়েছে। মহর্ষি! কৃষ্ণ আমার ব্রজবাসীদের নয়ন, কৃষ্ণের অভাবে সকলেই অধৈর্য্যই হয়ে রয়েচে। হায় হায়! আমি এমন কৃষ্ণধনকেও ধনু যজ্ঞে নিমন্ত্রণে লয়ে গিয়ে হারিয়ে এলেম। তার পর এখন আমি এ জীবন ধারণ কোরে আছি আমার এ জীবনকে ধিক্ মথুরা কি কুহক মায়ায়

পরিপূর্ণ, ত্রিজগত বাসীরে আমার নন্দলাল এতো সকলেই জানে। হায় হায় আমার সেই কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে বৃন্দাবন এককালে ভুলে রইলো। পিতা বোলে আর তো তার মনে নাই, এপরি বেদনা কি রাখবার আর আমার স্থান আছে। মহর্ষি! এক্ষণে আমিত আপনার চরণাশ্রিত হলেম। আপনি ইহার কোন প্রতিকার না কোল্লে আমি সত্বরেই আপনার সমক্ষে জীবনান্ত কোরবো।

নারদ। গোপরাজ! বিবেচক হয়ে এমত অবোধের মতন রোদন কোচ্চ কেন? তুমি মহামায়ার মায়াতে অভিভূত হয়ে নিত্যময় নিত্যানন্দ ভগবানকে তনয় জ্ঞান কোচ্চ, ভক্তাধীন ভগবান তো মায়ায় অধীন নহেন। তিনি ভক্তদিগের বাসনা পরিপূরণার্থে অবতার হয়ে লীলা কোরেথাকেন। তোমার তপস্যা বলে সেই ভগবানকে পুত্র ভাবে পেয়েছিলে, তিনি লীলাকরী ব্রজলীলা পরিশেষান্তে মথুরা-লীলা এক্ষণে দ্বারকা লীলায় মোহিত হইয়া আছেন। তোমায় তাঁকে পুত্র জ্ঞানকরা কোনমতেই উচিত হয় না।

নন্দ। মহর্ষি! আপনি যাহাই বলুন। আমি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমার নন্দন বোলেই জানি। তা তাঁর কি এমন মমতা হীন হওয়া উচিত হয়, পিতা মাতার দুঃখ শুনেও কি মন মধ্যে দয়ার সঞ্চার হয় না? একবার দেখাকরা তার খুব উচিত।

নারদ। তাঁর দর্শনাতীত তো কিছুই নাই, সর্ব্বত্রেই তাঁর দর্শন রয়েচে; তুমি যে কিছু কর্ম্ম কার্য্য কোচ্চ তিনি সকলি তাহা দেখ্‌তে পাচ্চেন।

নন্দ। তাতে আমার কি হবে বলুন, আমিত আমার জীবনধন কৃষ্ণের চাঁদ মুখ দেখতে পাচ্চিনে।

নারদ। গোপরাজ! এ তুমি অন্যায় কথা বোলচ, তুমিত অন্তরে সর্ব্বদাই তাঁকে দেখতে-পাচ্চ, তুমি নয়ন মুদে তাঁর চিন্তা কোল্লে তিনিতো তখনি তোমায় হৃদয়পথে এসে দেখা দিচ্চেন।

নন্দ। তা সত্য, কই তাতে তো আমার মন প্রীতি হয় না, আমার মর্ম্মান্তিক এই দুঃখ, যে কৃষ্ণ আমার উদ্দেশ করে না।

নারদ। সে দুঃখও আর্জ আর তিনি তোমার রাখেন নাই। ভগবান প্রভাসে দান-যজ্ঞ আরম্ভ কোরেচেন, আমাকে অগ্রেই বৃন্দাবন বাসীদের নিমন্ত্রণের জন্য প্রেরণ করিলেন। আরো বিশেষ আদেশ কোরেচেন, যে বৃন্দাবন বাসীরে যজ্ঞস্থলে গমন কোল্লে তবে তাঁর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে, আর আপনাকে অপরাধ ক্ষমা কোত্তে বোলেচেন।

নন্দ। মহর্ষি! এত গুণই যদি আমার কৃ-ষ্ণের না হবে তো এত মন কাঁদ্‌বে কেন? আমার কৃষ্ণের যে কত গুণ তা আর আপনাকে আর কি বোল্‌বো। তপোধন! আমার পরিতাপিত চিত্তকে যেমত সুশীতল কল্লেন, যশোমতিকে একবার কৃষ্ণের সংবাদ দিয়ে তার মৃত্যু দেহে প্রাণ দান কর্ব্বেন চলুন।

নারদ। চলুন, অধিক বিলম্বকরা হবে না, আপনারা সত্বরেই প্রভাস যজ্ঞে গমন কর্ব্বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থাঙ্ক।

বৃন্দাবন রাজবাটী যশোমতির আবাস গৃহ।

যশোমতির প্রবেশ।

যশো। যাদুমনি! তুমি কি এলে? আমি যে এই করে নবনী লয়ে বসে আছি একবার হাঁ কর আমি তোমার চাঁদ মুখে তুলে দি। (ক্ষণেকপরে) বাবা! একবার আমার কোলে এস, আমি যে কতকাল তোমাকে মা যশোদে বোলে ডাক্‌তে শুনিনি, কতকাল যে তোমার চাঁদ মুখে নবনী তুলে দিনি; বাবা! তুমি কি দোষ পেয়ে আমাকে ভুলে আছ? তুমি নবনী চুরি কোরেছিলে বোলে আমি তোমাকে বেঁধেছিলেম, তাই কি মনে কোরে তোমার অভাগিনী জননীকে এত যন্ত্রণা দিচ্চ? বাবা! মায়েত এমন পুত্রকে বেঁধে থাকে তুমি তাই কি মনেকরে রাখ্‌লে? আমি আর তোমাকে কখন বাঁধ্‌বোনা।

গীত।

কৃষ্ণ কোথারে আয় ও বাপ কোলে করি।
কোলে করি ও বাপ কোলে করি ॥
চেয়ে আশাপথ, বল থাকি কত,
এইবার বুঝি প্রাণে মরি ॥

যশো। বাবা! আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে, তুমি কেমন কোরে নিদয় হয়ে রইলে? গোষ্ঠে গোচারণ কোরে বেড়াতে বোলে কি সেইটে মনে কোরে রেখেচো, তা আমিত তোমাকে যমুনা পু- লিনে ধেনু-বৎস লয়ে যেতে বলিনে, তুমি স্বয়ংই যে বাঁশী বাজিয়ে গোধন চরাতে বাপ। যাদুমণি! আমার কিছুরইতো অভাব নাই আমার ভাণ্ডারে মণিময় রত্ন অলঙ্কার বিচিত্র বসন ভূষণ অনেক আছে তা সকলি তো তুমি জান। সে সব দিয়ে তোমাকে সাজায়ে দিলে তাতে তো তোমার মন্মত হতো না, আপনি বন-ফুল তুলে মালা গেঁথে পীতধড়া পোরে মাথায় চূড়ো বেঁধে বেশ কোত্তে, আমি যে এখন মনের মধ্যে দিবা রাত্রি তোমার সেই বেস দেখ্‌তে পাচ্চি। আমি এখন যে তোমার

সেই পীতধড়া শিখিপুচ্ছ ও পাঁচনী সব তুলে রেখেচি। যাদুমণি! এখন যদি রাজা হয়ে রাজবেশ পোরে আর এসব পোত্তে না ইচ্ছে থাকে, তুমি বৃন্দাবনে এস, আমার ভাণ্ডারেও তো রাজভূষণ আছে, আমি তোমাকে ব্রজের রাজা কোরে বসাবো, রাধারাণী তোমার বামে রাণী হয়ে বোস্‌বে। মায়াময় তুমি কি এখন পাষাণে হৃদয় বেঁধেচো, আমি তোমা হারা হয়ে এখন জীবিতা আছি, আমার এ জীবনে আর তো কোন ফল নাই। জীবন! সত্বরেই আমার দেহ পরিত্যাগ কর। নয়ন! তুমি যদি আমার প্রাণধন কৃষ্ণধনকে আর না দেখাবে তবে তোমারই আর থাকায় কি ফল আছে। শ্রবণ! তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণের মুখে মা যশোদে না শুন্‌বে, তোমার থাকায় কি প্রয়োজন। কর! তুমি যদি যাদুমণির মুখে নবনী না তুলে দেবে, তবে তোমারই আর ফল কি? চরণ! তোমরা যদি আমার কৃষ্ণধনের অন্বেষণার্থ গমন না কোর্ব্বে তবে তোমাদের কি প্রয়োজন আছে। আমি শ্রীকৃষ্ণধন-হারা হয়ে জীবীত থা-

কৃবো। যাদুমণি কৃষ্ণ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গ্যাচেন। (বলিয়া মূর্চ্ছা)

[নারদ এবং নন্দের প্রবেশ।]

নন্দ। হায়! জাদুমণি! তুমি কি কেবল মাতা পিতা হত্যা করবার জন্য লীলা কর। পরশুরাম রূপে স্বহস্তে জননীর মস্তক ছেদন কোল্লে, ত্রেতা যুগে রামাবতারে তোমার শোকে মহারাজ দশরথ প্রাণ পরিত্যাগ কোল্লেন। আর এই দ্বাপর যুগে যশোমতিও তোমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ কোল্লে। তুমি ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তোমার সে সব কার্য্য অপর মানব কোল্লে তার দুস্তর ভবার্ণব হোতে কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। (নারদের প্রতি) মহর্ষি! যজ্ঞে আর কে যাবে বলুন, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কোরে যশোমতি প্রাণ পরিত্যাগ কোল্লে আমিও সত্বরে জীবনান্ত কোরবো। আপনি আমার যাদুমণিকে বোল্‌বেন তার সেখানে যজ্ঞকাণ্ড হোচ্চে, এখানে মাতৃ পিতৃ হত্যাকাণ্ড হোলো।

নারদ। গোপরাজ! আপনি আবার এমন কথা বোলচেন কেন, কৃষ্ণ আরাধনা কোরে কার অকাল মৃত্যু হয়েচে বলুন; প্রহ্লাদ, ধ্রুব, দুগ্ধপোষ্য বালক দুর্গম শঙ্কটেও তো তারা অকালে কালের কবলে কবলিত হয়নি। যশোমতি মনোমধ্যে সেই, সর্ব্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি নিরিক্ষণ কোচ্চেন, তুমি ওঁকে অচৈতন্যাবস্থা হতে মুক্ত কর, আমি নিমন্ত্রণ কোরে সত্ত্বরেই গমন কোরি।

নন্দ। (যশোদার গাত্রস্পর্শ করিয়া) প্রেয়সি! গাত্রত্থান কোরে দেখ, মহামুনি নারদ তোমার সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে এসেচেন।

যশো। গোপরাজ! কি বোল্লে? এমন সময় কি আমাকে চেতন কত্তে হয়? আমার হৃদয় পদ্মে আমার যাদুমনি এসে মা যশোদে বোলে নবনী চেয়েছিলেন, আমার বাছার মুখে নবনী দিয়ে দেখি রাজ পরিচ্ছেদ পরা। আমি বল্লেম কৃষ্ণরে এ আবার কি বেশ ধরেচিস? গোপাল কহিল তোমার যে বেশ মন মত হয় আমাকে তেমনি করে সাজিয়ে দাও। আমি বাছার রাজ-বেশ খুলে

পীতবেশ পীতধড়া পরিয়ে মাথায় চুড়ো বেঁধে দিয়েছি অলকা তিলকা ও গুঞ্জ মালা পরিয়ে দিয়ে অগৌর চন্দন মাখিয়েছি, করে বাঁশরিটী দিতে কেবল বাকী ছিল, এমন সময়েও কি আমায় চেতন কোত্তে হয়।

নন্দ। যশোমতি! আর দুঃখ কোচ্চ কেন? এখন তোমার গোপালের চাঁদ মুখ দেখ্‌বে চল, তিনি প্রভাস-ক্ষেত্রে এসে দান-যজ্ঞ কোচ্চেন। আমাদেরও ব্রজবাসীগণকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য দেবঋষিকে পাঠিয়েচেন্।

যশো। মহর্ষি! প্রণাম হই, আমার দেহের জীবন কৃষ্ণধন কি অভাগিনীকে মনে কোরেচেন। দেবঋষি! একথা বোল্‌তেও যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে, কৃষ্ণ কি আমার অল্প সাধনের ধন। আমি জন্মান্তরে কঠোর তপস্যা ও কাত্যায়নী ব্রতের ফলে তবে কৃষ্ণ আমাকে মা বোলেছিলেন। তপোধন! আমি এমন কি মহাপাতক কোরেছি-লেম, যে পুনর্ব্বার সে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হয়েচি! হায়! আমার হৃদয় বুঝি পাষাণে নির্ম্মিত তাই এখন

বিদীর্ণ হোচ্চেনা। মহর্ষি! আমি যে এতযন্ত্রণা ভোগ কচ্চি, তথাপি তো কৃষ্ণের প্রতি আমার বৈরক্তি জন্মায়নি। আমার ক্রোধোদয়হলে পাছে সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-ময়ের অমঙ্গল হয়, তন্নিমিত্ত আমি ক্ষণেক-কালের জন্য মনোমধ্যে ক্রোধকে স্থান প্রদান করিনে। তিনি যেখানে থাকুন, সুখে থাকুন, আমি যে লোক মুখে শুনি যে আমার কৃষ্ণ সুখে আছে।

নারদ। যশোমতি! এক্ষণে আপনি শোক ও মনোদুঃখ দূরীভুত করুণ, কৃষ্ণ তোমার প্রভাসে দান-যজ্ঞ কোচ্চেন, তিনি তোমাকে অপরাধ ক্ষমা কোরে তথা গমন কোত্তে নিমন্ত্রণ কোরেচেন।

যশো। মহর্ষি! আমার কৃষ্ণের কি আমাকে মনে আছে?

নারদ। কি বলেন আপনি? তিনিতো শ্রীবৃন্দা-বন ছাড়া একপদ হননি, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি" আর বংশীবট-মূলে তোমার শ্রীকৃষ্ণ তো প্রতি দিন রজনিতে বংশী

বাদন করেন। বৃন্দাবনের কথা বার্ত্তা নিয়ে তিনি সর্ব্বদাই আছেন।

যশো। গোপরাজ! তবে আর আমাদের বিলম্ব কি? চল না আমরা প্রভাস-যজ্ঞে গমন করি।

নন্দ। যশোমতি! আমার তো মন পূর্ব্বেই তথা গিয়েচে, দেহ কেবল অবশিষ্ট আছে, তবে চল আমরা প্রস্থান করি।

নারদ। কাল-বিলম্ব আর কর্ব্বেন না আমি চল্লেম এখন।

[একদিকে নারদের ও অপরদিকে নন্দ ও যশোমতির প্রস্থান।]

পঞ্চমাঙ্ক।

নিকুঞ্জ কানন।

(শ্রীমতী ললিতা বিশখা ও কালিন্দী প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ)

শ্রীমতী। হা হৃদয়বল্লভ গোপীরঞ্জন! তোমার বিরহানল যে আর কৃষ্ণপ্রাণা কোন ক্রমেই সহ্য কোত্তে পাচ্চেনা। আপনি একবার আমার সমীপে আসুন, আমি আপনার অমূল্য প্রেম শ্রীচরণে সমর্পণ কোরে প্রাণ পরিত্যাগ করি। বৃন্দে! অনুকুল হৃদয়নাথ প্রতিকুল হয়ে আর তো সদয় হলেন না? আমি এ প্রদীপ্ত বিরহানল আর কত কাল সহ্য কোর্‌ব? প্রাণসখি! এ যে আমার মর্ম্মান্তিক মন বেদনা, আমার যে মনে অনুক্ষণ আমার প্রাণধন কৃষ্ণধন বিরাজ কচ্চেন, সে মন বিরহানলের দাস হোতে লাগ্‌লো। প্রাণসখি! এ যে আর আমার সহ্য হয় না আমাকে ধর, (মূর্চ্ছা)

ললিতা। এ কি! শ্রীমতী অকস্মাৎ এমন হয়ে পোড়লেন কেন।

বৃন্দা। ললিতে! কি আর দেখ্‌চো, ভাই তুমি সত্বরে নলিনী পত্র আনয়ন কর, বিশখা তুমি ভাই সহকার শাখা আন, কালিন্দী তুমি ভাই সত্বরে এক্‌টু জল আনয়ন কর।

[ললিতা বিশখা ও কালিন্দীর প্রস্থান।]

বৃন্দে। ওগো রাজকন্যা! আপনি এমন হয়ে পোড়ে রইলেন কেন? একবার আপনার বৃন্দা সখির প্রতি চেয়ে দেখুন। হায় হায় কি সর্ব্ব-নাশই হোলো! ভগবান্‌ তোমার কি এ অবলা সরলা, কুলবালাকে এত যন্ত্রণাদিতে মন মধ্যে একটু মমতা হয় না! আপনি কেমন কোরে তেমন কোমল মনে এখন এমন পাষাণের বাঁধন কোল্লেন। তোমার প্রেমাধিনী শ্রীমতী যে তোমার বিরহানলে প্রাণ পরিত্যাগ কোচ্চেন এসময়ে আপনি কি এক-বার এসে দেখচেন্‌ না?

বৃন্দে। প্রাণসখি! (নিশ্বাস দেখিয়া ক-পালে করাঘাত করতঃ) হায় হায়! কি সর্ব্বনাশই

হোলো। রাজকন্যা, তুমি কি আজ পৃথিবীকে পরিতাপিত করবার জন্যেই নিকুঞ্জবনে এসেছিলে, হা হত বিধি, তোমার মনেও কি এই ছিলো!

[ললিতা বিশখা ও কালিন্দীর প্রবেশ।]

ললিতা। প্রাণসখী এখন কেমন আছেন।

বৃন্দা। আর কি দেখ্‌চো, বিধি বুঝি একান্ত বিমুখ হলেন আমরা এজন্মের জন্য বুঝি শ্রীমতীকে হারালেম। ললিতা কমল পত্রের শয্যা করো দেখি; বিশখা তুমি সহকার শাখায় ব্যজন কর, কালিন্দী, তুমি প্রাণসখির মুখে একটু একটু জল দাও দেখি।

(সকলে সত্বর হইয়া করণ
ও শ্রীমতীর কিঞ্চিৎ চেতন।)

বৃন্দা। রাজকন্যা একটু কি সুস্থ হলে।

শ্রীমতি। সখি! অচেতনাবস্থায় বরং ভাল ছিলেম, চেতন হতেই যে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হোলো, প্রিয়-সখি! তোমরা এখন প্রিয়সখির কার্য্য কর; তোমরা ভিন্ন এই ব্রজধামে আমার আর কে আছে বল। ললিতা তুমি শ্যামকুণ্ড হতে মৃত্তিকা এনে আমার

ললাটে ও হৃদয়ে লেপন কোরে দেও, বৃন্দে তুমি তাতে আমার মনচোর শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত কর, যাহে আমার ঐহিকও পরমার্থের মঙ্গল হয়। কালিন্দী তুমি আমার কর্ণমূলে শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনায়ে এজনমের জন্য আমাকে বিদায় দাও। আমি সেই নির্দয় কালীয়ের কাল রূপ চিন্তা কোত্তে কোত্তে জীবন পরিত্যাগ করি। সখি! তোমাদিগকে কত অপ্রিয় কথা বলেচি, কত অকর্ম্ম করেচি, আমায় সে সব এখন ক্ষমা— (মূর্চ্ছা)

বৃন্দা। রাজকন্যা কি বোলছিলে বল না।

শ্রীমতী। (নিরব)

বিশখা। কি সর্ব্বনাশ! এই যে বেশ কথা কচ্ছিলেন। আবার দেখতে দেখতে কি সর্ব্বনাশ হোলো।

ললিতা। হা শ্রীমতি! তুমি কি আজ এই সর্ব্বনাশ কোত্তে কুঞ্জবনে এসেছিলে?

[নারদের প্রবেশ]

নারদ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! সখীগণ সব শ্রীরাধা শ্রীরাধা বোলে রোদন কোচ্চে কেন?

শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহানলে প্রাণ পরিত্যাগ কল্লেন নাকি। ভগবান! এই কি তোমার ব্রজলীলা হোলো, তবে প্রভাসে যজ্ঞারম্ভের কি প্রয়োজন ছিল। (ক্ষণেকপরে) না এমন হবেনা একবার যোগাসনে দেখ্‌তে হলো। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া) রক্ষাহলো, শ্রীরাধা এসময়ে প্রাণপরিত্যাগ কোল্লে কি শ্রীকৃষ্ণের দুঃখের ইয়ত্তা থাক্‌তো এখন শ্রীমতী যোগাসনে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কচ্চেন। আমার যে মুস্কিল দেখ্‌চি, যোগভঙ্গ না হোলে আর তো প্রভাসের নিমন্ত্রণ কোত্তে পাচ্চিনে, আর এ সময়ে যোগভঙ্গ কোল্লে আর তো রক্ষা থাক্‌বে না, অনায়াসেই এক্টা অভিসম্পাৎ কোর্‌বেন্। (ক্ষণেক পরে) আমিও শ্রীমতীর তপস্যা-ভঙ্গের জন্যে তপস্যা আরম্ভ করি, দৈববলের অপেক্ষা আর বল নাই, সহজেই তাহাতে যোগভঙ্গ হতে পার্‌বে।

নারদ। (তপস্যায় উপবেশন)

শ্রীমতী। হৃদয়নাথ! এই যে আপনি আমার হৃদয়ে ছিলেন, কি অপরাধ দৃষ্টে মনসাধ পূর্ণ না হোতে না হোতে অধিনীকে পরিত্যাগ কোরে গমন

কোল্লেন। যদি ইহাই তোমার মনে মনে ছিল,তবে আমার প্রাণ হরণ কোরে গমন কল্লেন না কেন?

[নারদ সমাগত]

বৃন্দা। (নারদকে অন্তর হতে দেখিয়া) রাজ-কন্যা, একটু ধৈর্য্য ধরুন দেখি, আমাদের কুঞ্জবনে আজ একটী সুলক্ষণ দেখচি, দেবঋষি আস্‌চেন। আমরা আরতো কুল-শীলের ভয় করিনে, মহা-মুনির চরণ ধোরে পোড়লে তিনি অবশ্য ইহার প্রতিকার কোরে দেবেন।

শ্রীমতী। (নারদের প্রতি) দেবঋষি, প্রণাম হই। মহর্ষি! এ কৃষ্ণ-বিরহানল আর কতকাল সহ্য কোরবো?

নারদ। আপনি আমাকে এমত অন্যায় কথা বোলচেন কেন? আপনি তো শ্রীকৃষ্ণের বিরহা-নলকে ক্ষণকাল কালের জন্য স্পর্শ করেন না। ভগবান্ অনুক্ষণ আপনার হৃদয়ে বিরাজ কচ্চেন, সে বিরহানলের সাধ্য কি যে আপনার সমীপবর্ত্তী হয়। আপনি যেমন অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়পদ্মে দর্শন কচ্চেন, আমি একবার নয়ন মুঁদে থাকি

এ অধমের হৃদয়পদ্মে একবার আপনারা যুগল-রূপে আবির্ভাব হোন।

শ্রীমতী। মহর্ষি! আপনি একথা এখন আর আমাকে বোলবেন্ না। আমি কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হয়েচি। তাহা কি আপনি এই নিকুঞ্জবনে এসে বিদিত হননি। দেবঋষি! আমিত আপনার এই চরণ ধোরে পড়লেম আপনি এর কোন প্রতিকার না কোল্লে আমরা এ প্রাণ সত্বরেই পরিত্যাগ কোরবো।

নারদ। (স্বগত) দেবতার কি চমৎকার লীলা, বিশেষত ভগবানের যে মধুর লীলার কি মনোহর ভাব। এ লীলাতে তিনি আপনিই মো-হিত হয়ে নেত্রের জল নিবারণ কোর্ত্তে পারেন না। (প্রকাশ্যে) 'ওগো আমি যে আজ একটী শুভ সংবাদ এনেচি।

বৃন্দা। মহর্ষি! কি সংবাদ গা?

নারদ। ভগবান্! প্রভাসে এসে দান যজ্ঞ আরম্ভ কোরেচেন, চতুর্দ্দশ ভুবনবাসীদের নিম-ন্ত্রণের ভার আমার উপরে দিয়েচেন, বিশেষত

এই ব্রজধাম নিমন্ত্রণ করবার জন্য আমাকে বিশেষ কোরে বোলেচেন। আর আপনারা তাঁর যে কোন অপরাধ সমস্ত ক্ষমা কোরে প্রভাসে যাবেন। আরো তিনি আমাকে বোলেচেন, যে আমার যজ্ঞের নাম দান-যজ্ঞ সত্য কিন্তু তাহার ফল রাধা-দর্শন আর আপনারা যজ্ঞস্থলে গমন না কোল্লে তাঁহার সে যজ্ঞ সমাধা হবে না। ইহাও তিনি বিশেষ কোরে বোলেচেন।

বিশখা। মহর্ষি! সে বংশীধারীর কি আমা-দের প্রতি এখনো এরূপ মতি আছে।

নারদ। তিনি তোমাদের কোথা বার্ত্তা নি-য়েই তো সর্ব্বক্ষণ থাকেন, আমি যখন তাঁর কাছে যাই, আগে বৃন্দাবনের কথা জিজ্ঞাসা কোরে তবে অন্য বার্ত্তা কন।

বৃন্দা। মহর্ষি, আমার কাছে আর তাঁর কথা অত কোরে বোলচেন কেন? আমিত তাঁর ভাব ভক্তি সব দেখে এসেচি, মথুরা হতে আস-বার সময় চকের জলে আর পথ দেখ্‌তে পাইনে।

ললীতে। ওলো সকল সময় মন কি সমান থাকে, এখন মন না ফিরে গেলে দেবঋষি আর কি তপস্বী হয়ে মিথ্যা কথা বোলচেন।

শ্রীমতী। সখি! ওসব কথার আর কোন প্রয়োজন করে না, আমার মন অগ্রেই তথা গমন কোরেচে, এক্ষণে আর বিলম্ব কোরো না চল স-ত্বরেই প্রভাসে যাই।

বৃন্দা। রাজকন্যা,এতে অমত কার আছে বল।

নারদ। নন্দ, যশোমতী ও উপানন্দ প্রভৃতি সব অগ্রগামী হয়েচে। এক্ষণে আমিও চল্লেম, আপনারা আর কোন ক্রমে বিলম্ব কর্ব্বেন না।

[নারদের প্রস্থান।]

শ্রীমতী। সখি! কেন আর বিলম্ব কোচ্চ?

বৃন্দা। চল সখি! আর বিলম্ব কি?

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠাঙ্ক।

[প্রভাসের পথ।]

(শ্রীমতী, বৃন্দা, ললীতা, বিশখা ও বড়ায়ের প্রবেশ।)

শ্রীমতী। বৃন্দা, একটু সত্বরে চলনা ভাই?

বৃন্দা। ওগো শুনচি নন্দরাণী, যশোমতী ও বৃন্দাবনবাসীরে সব পশ্চাতে আসচে, সব একত্রে যাব বোলেই ধীরে ধীরে যাচ্চি।

শ্রীমতী। সখি! আমরা অগ্রগামী হই চল।

[কুটীলার প্রবেশ]

কুটী। বলি, শ্রীমতী তোর যে বড় বুকের-পাটা বেড়েচে দেখচি, আবার যে বড় প্রভাস যজ্ঞে যাবি বলে সেজে এলি। তোর তরে দাদা লোকালয়ে সরমে মুখ তুলতে পারে না; কুলক্ষণী, তুই এখন মলেই যে ভাল হয়, আমরা দাদার বিয়ে দিয়ে সুখে ঘরকন্না করি। ছি ছি ছি! লোকে যে তোকে কালা কলঙ্কিণী বোলে কত কথা বলে তা কি শুন্তে পাস্‌নে নাকি? লোকের বয়েস দোষে

কারো কারো কুচাল হয় তা ত কারো চিরকাল থাকে না, দিন কতক পরে আবার ঢাকা পোড়ে যায়। তোর যে চিরকাল সমান দেখ্‌চি। কালা বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে আমরা মনে কোচ্ছিলেম তুইও ভাল হবি, এই শত বর্ষ তো বেশ ছিলি আবার এখন কেমনকোরে সেজে এলি। আমরণ! কালার কি রূপ গুণ যে দেখেচো তা আর ভুলতে পার না। তোর কৃষ্ণ,দাদার কিসের তুলনার সমযোগ্য হোতে পারে বল দেখি,এখন ভাল চাওতো কালাকে ভুলে আস্তে আস্তে ঘরে চল।

শ্রীমতী। ওগো, এ তুমি কি আবার কথা বলচো, আমি কি আমার দেহের জীবন সেই কৃষ্ণধনকে ভুলে থাক্‌বো, তিনি যে সেই নটবর মোহন মূর্ত্তিতে আমার অন্তরে অনুক্ষণ বিরাজ কচ্চেন,তুমি জান রাধা কৃষ্ণপ্রাণা, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর জীবন, শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে রাধা ক্ষণকালও জীবিতা থাকে না। আমি কুল, শীল, মান,লজ্জা সব সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেচি। প্রতিজ্ঞা করেচি কৃষ্ণ-নিন্দাকে কর্ণে স্থান প্রদান কোর্ব্বোনা, কৃষ্ণ-

দেবীর মুখাবলোকন কোরবোনা। তুমি এখন আর আমার সমক্ষে তাঁর নিন্দা কোরোনা। দেখ, তোমার যদি সদ্গতির বাসনা মনে মনে থাকে, আর কৃষ্ণ-নিন্দা কোরো না কৃষ্ণে রতি মতি সমর্পণ কর, অনাসেই পরকালে গতি হবে।

কুটী। আমর, ভারি মুখ ফুটেচে দেখচি যে! আমি সতীর পেটের মেয়ে। তোদের মতন বুঝি কালা কলঙ্কিনী হবো, কথা শুনে যে গাটা জ্বালা কোরে উটলো।

শ্রীমতী। ওগো! তাঁর প্রতি না মতি সমর্পণ কোল্লে পরকালে কি গতি হবে বল দেখি, ভবপারে তিনি ভিন্ন আরতো কেউ নাই। আমি তোমার ভালত্তরে বোলচি, যদি শেষে ভাল চাও, এখন শ্রীকৃষ্ণে মতি সমর্পণ কর।

কুটী। ওলো, তোর কালা যদি ভবপারের কর্ত্তা হোতো, তাহলে বনে বনে গরু চরিয়ে গো-য়ালার ভাত খেতো না। তোরা অধঃপাতে গেচিস্ বোলে বুঝি আমাকেও সেই পথে যেতে বোলচিস। আমি এমন ছোট মন রাখিনে, এক

পতি ভিন্ন পর-পুরুষের নাম পর্য্যন্ত শুনিনে। আমাদের মায়ে ঝীয়ের যে সতীত্ব তা আর জগতে জান্তে কারো বাঁকি নাই।

বড়াই। ওগো তা সব পাড়ায় জেনেচে, আর সতীত্ব-নাড়া দিচ্চ কেন? মায়ে ঝীয়ে তো কক্ষে শত ঝারি নিয়ে জল আন্তে গেছলে, শেষে চক্ষে কোরে জল এনেছিলে সেটা কি মনে হয়? ব্রজের সতী আর অসতী জান্তে আমার আর বাকি নাই।

কুটী। আমর! দেহে জ্বরা ধোরে আদমরা হয়েচিস যে, এখন কি কৃষ্ণ-প্রেম ভুল্‌তে পারিসনে? তুই আপনিই তো অনর্থের মূল, নতুবা আমাদের নির্ম্মল কুলে কি কলঙ্ক হোতো। কুলের বৌ, সেকি কালাকে চিন্তো, তুইতো এই সর্ব্বনাশ কোরেচিস। আমি যদি সতী হই, আর পতির প্রতি আমার যদি মতি থাকে, তবে তোরা চির-কাল কালার তরে কাঁদবি।

বড়াই। বড় যে গায়ের বলে শাঁপ দিচ্চ! আমি যদি দোষী হই তবে আমার যেন দুর্দ্দশা

হয়। আমি আপনিই সেই নিরদবরণে প্রাণ মন সমর্পণ কোরেচি, আমি কি কারেও ডাক্তে যাই। শ্রীরাধা সৃইচ্ছায় তাঁকে মন দিয়েচে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুন্‌লে কে ঘরে থাক্তে পারে বল দেখি?

কুটী। আচ্ছা, কই আর তো বাঁশী বাজে না, তবে তোরা আবার সেজেচিস কেন?

বড়াই। তুমি কালা হবে, বংশী-বট মূলে প্রতি রজনীতেই তো বংশী ধ্বনি হয়। আমি যে এত বুড়া হয়েচি, শ্যামের বাঁশী শুন্‌লে আর তো স্থির হয়ে থাক্তে পারিনে; কানটি পেতে অমনি যে "জয় রাধা শ্রীরাধা" বোলে বাঁশী বাজে তাই শুন্তে থাকি।

কুটী। ওলো বুড়ো হলে পাগল হয়, কৃষ্ণ এখন দ্বারকায় থাকে, তোদের তরে বুঝি প্রতি দিন বংশী-বট মূলে বাঁশী বাজাতে এসেন।

শ্রীমতী। ওগো বড়াই দিদি, অনর্থক আর বাক্যব্যয় কোচ্চ কেন? কৃষ্ণ বোলে যাত্রা কোরে বেরিয়েচি, এখন কৃষ্ণ দর্শনে চল, পথে আর অনর্থক কাল বিলম্ব কোরে কৃষ্ণ-নিন্দা শুন্‌লে কি

হবে, তুমি জান যে স্থলে কৃষ্ণদ্বেষী বাস করে, কি কৃষ্ণ নিন্দা হয় সে স্থল পরিত্যাগ কোরবে।

কুটী। রাধা, কৈ তুই প্রভাসে যা দেখি।

শ্রীমতী। ননদিনী,আর তুমি কি ভয় দেখাচ্চ, যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন কোর্ব্বো বোলে বেরিয়েচি,এখন "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন।" আর কি আমাকে এখন কেউ ফেরাতে পারে, আমার মন প্রাণ অগ্রেই প্রভাসে গমন কোরেচে।

কুটী। কই, কেমন যা দেখি! আমি এখনি দাদাকে ডেকে আন্‌চি।

[কুটীলের প্রস্থান।]

বৃন্দা। শ্রীমতী, এবার তো সর্ব্বনাশ দেখচ্চি, আয়ান এলে তো মুস্কিল হবে।

শ্রীমতী। বৃন্দে! পূর্ব্বেই তো বলেচি "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন" শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন কোরবো বোলে যখন যাত্রা কোরে বেরিয়েচি, এ জীবন থাক্‌তে গৃহে তো আর প্রত্যাগমন কোরবো না, কুল মানের আর তো আমরা ভয় কচ্চিনে।

[অসিহস্তে আয়ানের প্রবেশ।]

আয়ান। পাপিয়সী! তুমি নাকি প্রভাস যজ্ঞে যাচ্চ?

শ্রীমতী। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন আশা কোরে বেরিয়েচি; এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন মনবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।

আয়ান। কি!

শ্রীমতী। শুন্‌চি, চতুর্দ্দশ ভুবনবাসী তাঁর শ্রীচরণ দর্শন কোত্তে গমন কোচ্চেন, আপনি এ অধিনীকেও অনুমতি করুন।

আয়ান। তুমি পরমেশী পরাক্ষরা কাল ভয়-বারিণী কালীর শ্রীচরণ দর্শন কোর্ব্বে চল।

শ্রীমতী। নাথ, আমি তো প্রতিদিনই কাত্যা-য়নী পূজা কোরে থাকি। কালী কৃষ্ণ তো ভিন্ন নন।

আয়ান। শ্রীমতী! তুমি সব অত্যন্ত অসহ্য কথা কোচ্চ, এ আর কোন ক্রমে সহ্য কোত্তে পাচ্চিনে। যে গোষ্ঠে গোচারণ কোরে বেড়াত গোপ-অন্ন আহার কোত্ত, কাননে কাননে বাঁশী

বাজাত, নবনী হরণ কোরে খেত, আর আব কত যে কদর্য্য কার্য্য কোরেচে তার সংখ্যা নাই, অবশেষে আপন মাতুলকে বধ কোবেচে, তুমি ভগবতীর সঙ্গে তার তুলনা কোল্লে, শ্রীমতি! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কো'বে বোলচি তুমি আমার সমক্ষে ওকথা আর ভ্রমেও মুখে এনোনা। আমি কালী-ভক্ত দিবানিশি কায়মনে সেই কালীকার শ্রীচরণ চিন্তা কোরে থাকি তদ্ভিন্ন আর কিছু মাত্র জানিনে। শ্রীমতি, আমার সেই কালী আরাধনে যে ফলোৎপত্তি হয়, তার অর্দ্ধাংশে তোমার অধিকার আছে এ তুমি জান! তুমি আমার পত্নী, তোমার কৃষ্ণের প্রতি মতি প্রদান করা অত্যন্ত অনুচিত। যদি আপনার হিতসাধনে অভিলাষ থাকে, সত্বরে গৃহে গিয়া কালভয়বারিণী ভবভাবিনীর আরাধনা কোর্ব্বে চল।

শ্রীমতী। আপনার কোন বিষযে আমার তো অমত নাই, তবে আমার একটী নিবেদন আছে।

আয়ান। কি বল।

শ্রীমতী। আপনি, একবার নয়ন মুদ্রিত কবে

ভবভাবিনী ভগবতীর শ্রীচরণ দর্শন করুন দেখি।

আয়ান। প্রিয়ে, এ যে তোমার কি সুধাময় বাক্য তাহা আর আমি বোলে জানাতে পারিনে, বনিতা যে দেহের অর্দ্ধাংশ তা আমি তোমাকে এত দিনের পর জান্‌লেম। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কালীকার চিন্তা।)

শ্রীমতী। হে হৃদয়-নাথ বিশ্ব-মনোহারী! আপনার শ্রীচরণ দর্শন আশা কোরে যাত্রা কোরে বেরিয়েচি। অধীনীর বাসনা যেন ব্যর্থ না হয়। ঠাকুর! তুমি এক ভিন্ন আর তো কিছুই নহ, কেবল উপাশকদিগের উপাশনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকার বৈত নয়! এ সময় আমার পতির অন্তর মধ্যে একবার শ্যামারূপে এসে আবির্ভাব হোন।

আয়ান। (ধ্যানভঙ্গে) আমি কি মহাপাতকী! অমূল্য জ্ঞান-চক্ষুর অভাবে কৃষ্ণদ্বেষী হয়ে বৃথা কাল হরণ কচ্চি, শ্রীমতীকে সামান্য বনিতা জ্ঞানে অবহেলা কোরে আস্‌চি; আমার তুল্য নরাধম আর বিশ্ব-সংসারে নাই। আমি পূর্ব্বজন্মে তপস্যা কোত্তে বিষ্ণু সদয় হতে কমলা আমার

বনিতা হতে বর প্রার্থনা কোরেছিলেম, তাহে এ জন্মে এই ক্লীবরূপে জন্ম গ্রহণ কোরেচি, শ্রীমতী স্বয়ং, নন্দের নন্দন বাসুদেব পূর্ণাবতার। ধ্যান-যোগে আমি যে তাহাকে অপরূপ যুগলরূপ নিরীক্ষণ কল্লেম। রাধা কৃষ্ণ একাশনে বোসেচেন, তেত্রিষ কোটী দেবতারা আজ্ঞাকারী হয়ে আছেন। সুরসখিরা সব শ্রীমতীর সহচরীরূপে দণ্ডায়মানা আছে। আমি অত্যন্ত মহাপাতকী এক্ষণে আমার গতি কিসে হয়। (শ্রীরাধার প্রতি) আমি অত্যন্ত নরাধম, আপনার এই চরণ ধোরে পোড়লেম, আমার সদ্গতি কর।

শ্রীমতী। তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত প্রধান সাধক, তোমাপেক্ষা আর পুণ্যাত্মা কে আছে বল। এক্ষণে আমাকে অনুমতি কর আমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণার্থে গমন করি।

আয়ান। তুমি কৃষ্ণ-প্রাণা, কৃষ্ণের হৃদয়ে তোমার বাস, এ অধমের চৈতন্যদায়িনী, আমি তোমার প্রসাদে জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হলেম। এক্ষণে আপনার প্রভাস গমনে কি অনুমতি কোর্ব্বো,

আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করুন, আমার এই নিবেদন, অন্তে যেন সদ্গতি হয়। অনুমতি করুন বিদায় হই।

[আয়ানের প্রস্থান।]

শ্রীমতী। বৃন্দে! আর বিলম্ব কেন চল আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।]

সপ্তমাঙ্ক।

প্রভাসের উত্তর দ্বার।

দ্বারী, নন্দ, যশোমতী, শ্রীদাম, শ্রীরাধা, গোপিনীগণ ও ব্রজবাসীগণের প্রবেশ।

যশো। শ্রীদাম আর কত পথ আছে যাদু।

শ্রীদাম। এইতো যজ্ঞের উত্তর দ্বারে এসেচি। এখন প্রবেশ কোর্ত্তে পাল্লে হয়, যে ভিড় দেখ্‌চি, কি কোরে যে যাই তাই ভাব্‌চি।

যশো। ভিড় ঠেলে চ না বাপ্। এক্‌বার আমার যাদুমণিকে দেখে পরিতাপিত চিত্তকে সুশীতল করি।

শ্রীদাম। ওগো তোমার যে শরীর! কি কোরে যে নিয়ে যাব তাই ভাব্‌চি যোজ্ঞদ্বারের নিকট এগুতে পার্ব্ব না!

যশো। এক্টু ভিড় ঠেলে চল বাছা।

দ্বারী। কাঁহা যাওগে?

যশো। বাছা! আমার প্রাণধন কৃষ্ণের কাছে

যাব। দ্বারিরে! আমি অনেক দিন আমার যাদু-মণির চাঁদ বদন দেখিনে।

দ্বারী। তফাত যাও, ভিতর জানেকো হুকুম নেহি হ্যায়।

যশো। কেন বাবা?

দ্বারী। সব আদমিকো হুকুম নেহি হ্যায়, দেবতা, বরাহমন, রাজা, আওর রাজপুত্রকো জানেকি হুকুম হ্যায়।

যশো। বাবা! তুমি আমাদের দ্বার ছেড়ে-দাও, তাতে তোমার কোন বিপদ হবে না। আমরা সামান্য লোক নহি রে।

দ্বারী। নেহি! ও বি তো চেহারা দেখ্‌কে মালুম হোতা হ্যায়, আগাড়ি পরিচয় দেনেসে আচ্ছি হ্যায়।

যশো। দ্বারি! আমি দুরদৃষ্টা ব্রজের দুঃখিনী যশোমতী।

দ্বারি। ও বি তো হামারা মালুম হ্যায়? তব ভিতরকো কিয়া কাম হোগা। আবি হুঁয়া হোম যজ্ঞ হোতা হ্যায়, হুঁয়া জানেসে কুচ ফয়দা হোগা

নেহী বাহিরমে ধরমপুত্র মহারাজ মাল মার্ত্তা লুটায় দেতা হ্যায়, তোমারা যো কুচ এরাদা হ্যায় হুঁয়া যাকে মাগ্ লেও।

যশো। দ্বারি! আমি ধন দৌলতের আশা কোরে আসিনে, তুমি একবার দ্বার ছেড়ে দাও আমার কৃষ্ণধনকে দর্শন করি।

দ্বারি। তোম্ গরিব জানেনা হ্যায় ওষমে কেয়া ফয়দা হোগা।

যশো। ওরে আমি ধনের প্রত্যাশা করিনে, তুই কেন আমাকে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ-ধন দর্শনে বৈমুখ কচ্চিস।

দ্বারি। তোম্ কাহে এক বাত লেকে দেল দিক কিয়া, আগাড়ী হাম বোল দিয়া, তোম সব-কো মাফিক ছোটা আদমীকো ছোড়নে হুকুম নেহি হ্যায়; আবি হিঁয়াসে হট্ যাও।

যশো। ওরে দ্বারি তুই বৃন্দাবনের গোপপতি নন্দরাজার নাম শুনেছিস; আমি তাঁর রাণী যশো-মতি, এই দ্যাখ ইনিই সেই ব্রজের রাজা। আর বৃকভানু রাজকন্যা শ্রীমতী পর্য্যন্ত এসেচেন,

আমাদের আর অনর্থক অবরোধ কোরে রাখিসনে সত্বরে দ্বার ছেড়ে দে, আমরা একবার নীলমণিকে দেখিগে।

দ্বারি। আবি আচ্ছি পরিচয় মিলা হ্যায়, রাজা কো য্যায়সা হাল্ তেয়সা চাল্, আওর আপ্ ওস্কো মাফিক রাণী বি হ্যায়? সাথমে যো সব আদমী কহি বুবা নেহী। আবি হাম পুছতা, আপ্না কেত্না গো, আওর কেতনা গোকো মোকাম, আওর কেতনা দুদ হোতা হ্যায়।

যশো। ওরে আমার অসংখ্য গোধন, শত অক্ষৌহিণী গোষ্ঠ, আর দুদ যে কত কত হয় তার সংখ্যা নাই, নন্দের যে রাজ্য তা আর তোকে কি বোল্‌বো।

দ্বারি। তব বহুৎ ভালা, হাম এরাদাকিয়া যো ইন্দ্রকো ওস্ মাফিক বাজাই হোগা নেহি, আপতো বহুৎ বড়া বড়া আদমী হ্যায়, আপকো সাথ বাতচিত করনে হামারা ভয লাগতা হ্যায়। আচ্ছা আপকো দুদ বেচ্‌কে কেতনা রূপেয়া মেলতা।

যশো। দ্বারি! অনর্থক আর বাক্য ব্যয় কেন? আমাদের একবার দ্বার ছেড়ে দাও, আমি একবার আমার দেহের প্রাণ কৃষ্ণধনকে দর্শন করি।

দ্বারী। কিয়া তার্জ্জব হ্যায়, আপ্ এত্না বাত কিয়া তব আবি তক ও আগাড়ীকো বাত ভুল নেহি গিয়া, হামারা বাত শুনো ও বাতকো দেলসে ছুটায় দেও।

নন্দ। ওরে দ্বারি! তুই আমাদের ওকথা বলিসনে, ওরে কৃষ্ণধন আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ কচ্চেন, আমাদের প্রাণ থাক্‌তে আমি ও কথা ভুলতে পারবো না, আমরা কৃষ্ণধনকে দর্শন কোরবো বোলেই বৃন্দাবন হতে প্রভাসে এসেচি, একবার আমাদের দ্বার ছেড়ে দে কৃষ্ণধনকে দেখি।

দ্বারী। কিয়া তার্জ্জবকি বাত হ্যায়, হুঁয়া সব দেবতা বরাহমণ হ্যায়, তোম সব গোয়ালা ছোটা জাৎ হোকে হুঁয়া জানেক সরম নেহী লাগেগা আওর হামবি কেসমাফিক দ্বরওয়াজা ছোড় দেগা।

যশো। ওরে দ্বারি তুই অত ভাব্‌চিস কেন আমি তোদের কৃষ্ণের জননী, নন্দেরদুলাল কৃষ্ণ তোরা কি একথা শুনিসনে।

দ্বারী। আবি, সচ বাত মিলা, কাহে এত্‌না-ঘড়ি এবাৎ নেহী বোলাথা, তব আপ রাজমাতা হ্যায়। ভাগবানজী দ্বারকা আওর চতুর্দ্দশ ভুবন কি পতি হ্যায়, তোম্‌হারা লেড়কা এসমে আউর দুসরা বাত নেহী, তব কাহে ওস্কা বসুদেব আওর দৈবকীকো লেড়কা বোলতা হায়।

যশো। ওরে আমার দুরদৃষ্ট ফলেই আ-মার কৃষ্ণধনকে লোকে দৈবকী নন্দন বলে, যাদু-মণি আমার মথুরায় ধেনু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে কংশ বধ কোরে দৈবকী বসুদেবকে তথা মাতা পিতা বোলে আর ব্রজে এসেনি। তাই এখন লোকে আমার কৃষ্ণধনকে দৈবকী নন্দন বলে। ওরে আমার যে জীবনধন কৃষ্ণ এ সকলেই জানে। আমি কেবল নবনী খাইয়ে আমার কৃষ্ণকে মানুষ কোরেচি, আমার গোপাল নবনীর অত্যন্ত প্রিয়, এই দেখ

আমি বৃন্দাবন হতে নবনী এনেচি, দ্বারি আর বিলম্ব করিসনে, আমাদের দ্বার ছেড়ে দে।

দ্বারী। আচ্ছা! আব আপ বোলা হ্যায়। তোমারা বহুত গৌ হ্যায়; তব কাহে এ রতী ভোর নবনী লে আয়া, এখাকে ভগবান কো কিয়া ফয়দা হোগা, হ্যাম দেখো দীন দুঃখী আদমী কেতনা নবনী খাতা হ্যায়। হামারা বাত শুন, যো নবনী তোম লে আয়া হামসে দে দঁও খালেয়।

যশো। ওরে দ্বারি আমার এ সামান্য নবনী নয়, আমি আপন হস্তে এ নবনী তুলেচি, আর বৃন্দাবন হতে কৃষ্ণর নাম কোরে কত যত্নে আর কত পরিশ্রমে যে এ নবনী এনেচি তা আর তোকে বোলে জানাতে পারিনে। এ আমি আপন হস্তে কৃষ্ণের বদনে তুলে দিয়ে তবে চরিতার্থ হব।

দ্বারী। তোমহারা এ নবনী পীনে কো ও-য়াস্তে ভগবান্ মুখ মিলয়কে হায়। কেতনা বারাহ্মণ আওর দেবতা সব জেস্‌কা মুমে কুচ দেনে সেক্‌তা নেহি, এ ছোটা গোয়ালা জাতকো বাত

শুন্‌কে দেল গরম হো গিয়া। এত্‌না ঘড়ি তামাসা মস্করা মে কুচ বোলা নেহি।

যশো। দ্বারি! আর বিলম্ব করিসনে, আমাদের দ্বার ছেড়েদে, ওরে আমি এই নবনী কৃষ্ণের মুখে তুলে দিয়ে জীবন সফল করিগে। ওরে অনেক দিন আমার যাদুমণিকে মা যশোদে বোলে ডাক্‌তে শুনিনে, আর অনেক দিন আমি আমার বাছার মুখে নবনী তুলে দিইনে।

দ্বারী। তোমরা ছোটা মুমে বড়া বড়া বাত, নিকালতা হ্যায়। তোম জানেনা হ্যায় ও ওয়াস্তে হাম আবি কুচ বোলা নেহি, মুখ সামালকে হিয়াসে তফাত যাও।

যশো। ওরে দ্বারি আমাদের একবার দ্বার ছেড়ে দে, আমি এ নবনী টুকু বাছার কেবল মুখে তুলে দিয়ে আসি।

দ্বারী। লেয়াও যো তোমারা নবনী। (যশোমতির হস্ত হইতে নবনী লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া) লেও আবি তোম্‌ভগবান্‌কো মুমে নবনী

দিয়া। (ধাক্কা দিয়া) যাও আবি দ্বার ছোড়কে হিয়া সে হট।

যশো। যাদুমণি! আমি যে অনেক যত্ন কোরে তোমার তরে নবনী এনেছিলেম। নিলমণি! তোমার দ্বারী তাহা ভুমে ফেলে দিয়ে বিফল কোল্লে। বাপরে! এ মনোদুঃখে আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চে। হায়! কৃষ্ণরে আমার যে এমন দুঃখ রাখবার আর স্থান নাই। এখন একবার তোমার চাঁদমুখ না দেখ্‌লে আরতো জীবন ধারণ কোত্তে পারিনে। (স্বরোদনে) দ্বারি অপমানের আর তো পরিসীমা নাই, এখন আমার এই করের কঙ্কণ একগাছী নিয়ে দ্বার ছেড়েদাও, আমর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কোরে মৃত দেহে প্রাণ প্রাপ্ত হই।

দ্বারী। এ বুড্‌ডি বড়া দেকদারি কিয়া (প্রকাশ্যে) হাম কি তোমহারা কঙ্কণ লেকে ভগবান কি হুকুম হটায় দেগা। হিয়াসে আবি হট, হট হট হট।

যশো। ওরে দ্বারি তুই আমাদের জীবনান্ত

কোল্লেও আমরা কৃষ্ণ দরশন আশা পরিত্যাগ কোরবো না।

দ্বারী। (ধাক্কা) আবি হিয়াসে হট্‌।

[যশোমতির ভূতলে পতন]

নন্দ। শ্রীদাম রে কি সর্ব্বনাশ হোলো! আর এ প্রভাসে থেকে কোন প্রয়োজন করে না। চল আমরা গৃহে ফিরে যাই। না বুঝে প্রভাসে যেমন এসেছিলেম তাঁর প্রতিফল হাতে হাতে ফল্লো।

শ্রীদাম। নারদের নিমন্ত্রণে এ প্রভাস যজ্ঞে আশাই অনুচিত হয়েচে, সে মুনি যে দশজনকে নিমন্ত্রণ কোত্তে বোল্লে তিনি ত্রিলোক-বাসীগণকে নিমন্ত্রণ কোরে যান।

যশো। যাদুমণি! তোমার চাঁদ বদন নিরী- ক্ষণ কোরে পরিতাপিত চিত্তকে সুশীতল কোরব বলেই প্রভাসে এসেছিলেম। নীলমণি! তুমি যে এখন এমন নিদয় হোয়েচো তা আমি জান্তেম না। বাপরে! তুমি যে ব্রজের মমতা এক কালে ভূলে গ্যাচো তা যে আমি ভ্রমেও ভাবিনে। তুমি

যে আমার নয়ন, ব্রজের ভূষণ, তুমি ব্রজ পরি-ত্যাগ কোরে আশায় আমি নেত্র হীন হয়েচি কৃষ্ণ রে! এই শতবর্ষ আমি ক্ষুধানিদ্রা পরিত্যাগ করে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ কোরে দিবা নিশি রোদন কচ্চি আমার শরীরে আর বিন্দু মাত্র শক্তি নাই। যে কষ্ট কোরে বৃন্দাবন হতে প্রভাসে এসেচি, তা তো তোমার জানিত বাকি নাই। তুমিত সর্ব্বান্ত-র্য্যামী। আমি সে কষ্টকেতো' কষ্ট বোধ করিনে, আমি তোমার তরে নবনী এনেছিললেম তাহা তোমার চাঁদ বদনে তুলে দিতে পাল্লেম না, আর দ্বারী যে আমাকে কটু বাক্যে অপমান কোল্লে এই এখন আমার মর্ম্মান্তিক হয়েচে, বাবা! তুমিতো জান, আমি ব্রজের গরবিনী অভিমানিনী যশো-মতী, এ অপমান তো সহ্য কোত্তে পার্ব্ব না, লো-কালয়ে এ মুখ তো আর দেখাবো না। তুমি এখন একবার আমার নিকট এস। আমি তোমাকে দর্শণ কোরে এজীবন পরিত্যাগকরি। হায় হায় কৃষ্ণরে এখন তোকে এমনি নিদয়ই হোতে হয়, বৃন্দাবনে একবার নীলমণি বোলে ডাকলে তুমি যে অমনি

মা যশোদে বোলে উঠতে। আমি এখন তোমাকে কায়মনে ঐক্য কোরে ডাক্‌চি তবু তো একবার এ অভাগিনীর নিকট এলেনা। এ যন্ত্রণা আমি তো আর কোন ক্রমে সহ্য কোত্তে পারিনে। বাপরে এ জন্মে যা হবার তাতো আমার হোলো, এখন আমি তোমাকে স্মরণ কোরে জীবন পরিত্যাগ করি, পরকালে আমার যেন সদ্গতি হয়।

[কৃষ্ণ বলরামের প্রবেস]

(যশমতির পদ ধারন)

শ্রীকৃষ্ণ। মাগো আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমরা আপনাকে যথোচিত মন-কষ্ট দিয়েচি সে অপরাধে ক্ষমা না কোল্লে আমাদের তো নিষ্কৃতি নাই। জননি মায়েতো সন্তানের অপ-রাধ গ্রহণ করে না।

দ্বারী। এ কিয়া হ্যায়! ভগবান বুড্‌ডিকো পাওমে শির লুটায় দিয়া, হাম কিয়া বেদস্তুরি কাম কিয়া আবি তো হামারা মুস্কিল হোগা।

যশো। বাছা! তোমরা কেমন কোরে তোমাদের অভাগিনী যশোমতী জননীকে ভুল্লে।

আমি যে তোমাদের অভাবে মৃত্যুবৎ হয়েছিলেম। দেবঋষি তোমার যজ্ঞের সংবাদ দিতে মৃত-দেহে প্রাণ পেয়ে ছুটে এসেচি। যাদুমণি! এই শতবর্ষ তোমার চাঁদ মুখে আমি নবনী তুলে দিয়ে মা যশোদে বোল্‌তে শুনিনে। নীলমণি, আমি আজ্‌কে যত্ন কোরে তোমার তরে নবনী এনেছিলেম, আমার ভাগ্যক্রমে তা ব্যর্থ হয়েচে, তাতে আমার মনোদুঃখের পরিসীমা ছিল না। যা হোক এখন তোদের চাঁদ মুখ দেখে আর আমার কোন দুঃখ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। জননী! আপনার সে নবনী তো ব্যর্থ হয়নি, দ্বারী যখন আপনার হস্ত হতে লয়ে নিক্ষেপ কোরেছিল, আপনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে অত্যন্ত বিলাপ কোরেছিলেন। তৎকালীন আমি যজ্ঞস্থলে অগ্নির উত্তাপে অত্যন্ত বুভুক্ষিত হয়েছিলেম। আপনার সেই নবনী আহার কোরে তবে আমার ক্ষুধা শান্তি হয়েচে। তার পরেই এই দাদা রামকে সঙ্গে লয়ে আপনার নিকটে এসেছি।

যশো। বাছা! তবে আমার সে নবনী এখন

সফল হয়েচে, নীলমণি আমি অনেক দিন তো-মাদের কোলে কোরে বসিনি। একবার তোমরা দু ভেয়ে আমার দু ক্রোড়ে বোস দেখি আমি তোদের চাঁদ বদন নিরীক্ষণ কোরে জীবনকে সফল করি।

শ্রীকৃষ্ণ। জননী! এ কথায় আমার যত্ন সফল হোলো। (বলরামের প্রতি) দাদা, জননীর আজ্ঞা প্রতিপালন করুন। (রাম কৃষ্ণ, যশোমতীর দুই ক্রোড়ে উপবেশন।)

নেপথ্যে। যশোমতি! তুমি ধন্য, তোমার গর্ব্ভকেও ধন্য, যে চতুর্দ্দশ-ভুবনের পতিকে পুত্র-রূপে গর্ব্ভে স্থান দিয়েচো।

দূরস্থিতলোক। যশোমতি! তুমি কি তোমার গোপালকে কেবল আপনিই দেখবে গা; আমরা যে রাধা কৃষ্ণের যুগল রূপ দর্শণ কোরব বোলে এখানে এসেচি, একবার তুমি অনুমতি কর, আমরা যুগল রূপ দেখে দেহ পবিত্র ও নয়ন সফল করি।

যশোমতী। বাছা, যাবদীয় চতুর্দ্দশ ভুবনের

লোক, যুগল রূপ দর্শন কোর্‌বে বলেই এ প্রভাস যজ্ঞ দেখতে এসেচে, একবার তুমি সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

বৃন্দে। আজি কিবা শুভদিন, হইল উদয়।
প্রভাসে শ্রীরাধা কৃষ্ণে, সুমিলন হয়॥

ললি। আমরা সব সহচরী, করি অভিপ্রায়।
যুগলরূপ হেরিবারে, এসেছি সভায়॥

বৃন্দে। শুন শুন ও ললিতে, প্রিয় সহচরী।
বৃন্দাবন শতবর্ষ, তেজিলেন শ্রীহরি॥
মথুরায় রাজা হোয়ে, পাসরিলেন সব।
শ্রীরাধা যে কেমন আছেন, না জানেন কেসব॥
শতবর্ষ দুখরাশি, করিল গমন।
আজি কিবা শুভ নিশি, হোলো আগমন॥
বৃন্দাবনে শ্রীরাধার, যে দুখ হইল।
একবার শ্রীকেসব, নাহি তত্ত্ব নিল॥
কিন্তু এমনি নারীর প্রাণ, সরল হৃদয়।
একবার সে দুখ এখন, মনে নাহি হয়॥
আজি প্রফুল্ল কমল যেন, হইল উদয়।
শ্রীরাধার মুখশশী, বিকসিত হয়॥
চামর লইয়া আমরা, ঢুলাই শ্রীযুগল রূপে।
ত্রিলোকবাসিগণ, মুক্ত হোক পাপে॥

ললি। বেস বেস বেস ভাই, উত্তম যুকতি।
আমরা সবে ঐ তবে, করি শীঘ্রগতি॥

(ললিতা ও বৃন্দার চামর লইয়া ব্যজন।)

গীত।

বিভাস কল্যাণ, জলদ তেতালা।

মঙ্গলাচরণ, কর সখীগণ,
মিলিল মনরঞ্জন, গাও এখন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পুর,
ভুরু অম্র শাখা তাহে বাখান॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ সংখে পুর স্বাশ,
হয়ত বিধান।
কেহবা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান॥

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।